বার্ষিক প্রতিবেদন

২০২১-২২

সোনালী আঁশের
সোনার দেশ
পরিবেশবান্ধব
বাংলাদেশ

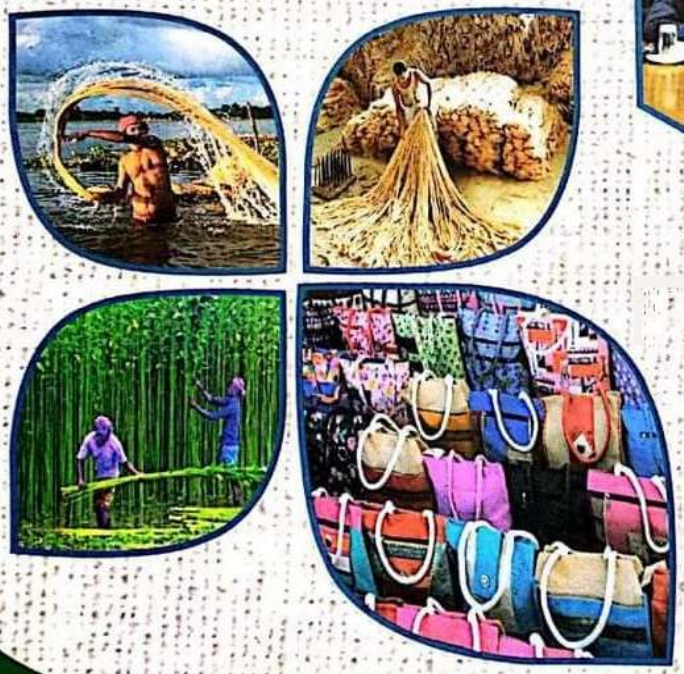

পাট অধিদপ্তর
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়

পাট ঃ তথ্য কণিকা

- সোনালী আঁশ খ্যাত পাট বাংলাদেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অর্থকরী ফসল ;
- পাট বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী খাত ;
- সারাদেশে প্রায় ৪ (চার) কোটি লোকের জীবন জীবিকা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে পাট খাতের সাথে জড়িত ;
- পাট পরিবেশবান্ধব এবং বহুমুখি ব্যবহার উপযোগী পণ্য ;
- চারা গজানো থেকে শুরু করে আঁশ সংগ্রহ পর্যন্ত প্রায় ১২০ দিনে বায়ু মণ্ডলে প্রতিনিয়ত নিঃসরিত ১২ মেঃ টন কার্বন ডাই অক্সাইড শোষণ এবং ১১ মেঃ টন অক্সিজেন সরবরাহ করে ;
- পাটপণ্য পরিবহনসহ সকল প্রকার প্যাকেজিং এর একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান ;
- উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের প্রয়োজনীয় উপাদান হিসেবে জুট জিও টেক্সটাইল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

পাট অধিদপ্তর ঃ সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

- পাট উৎপাদন, পাটশিল্প স্থাপন ও পাট ব্যবসাকে সুসংহত করতে ১৯৫৩ সালে 'জুট বোর্ড' গঠন করা হয় ;
- জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশনায় ১৯৭৩ সালের এপ্রিলে জুট বোর্ড বিলুপ্ত করে অর্থ মন্ত্রণালয়ের অধীনে 'পাট বিভাগ' সৃষ্টি করা হয় ;
- ১৯৭৬ সালে স্বতন্ত্র পাট মন্ত্রণালয় এবং এর অধীনে সংযুক্ত দপ্তর হিসেবে 'পাট পরিদপ্তর' সৃষ্টি করা হয় ;
- ১৯৭৮ সালে 'পাটপণ্য পরিদর্শন পরিদপ্তর' সৃষ্টি করা হয় ;
- ১৯৯২ সালে 'পাট পরিদপ্তর' ও 'পাটপণ্য পরিদর্শন পরিদপ্তর' কে একীভূত করে পাট অধিদপ্তর গঠিত হয়

ভিশন ও মিশন

ভিশন : দেশে বিদেশে প্রতিযোগিতা সক্ষম শক্তিশালী পাট খাত প্রতিষ্ঠা।
মিশন : উৎপাদনশীলতা, কর্মসংস্থান ও বিনিয়োগ বৃদ্ধির মাধ্যমে পরিবেশবান্ধব বহুমুখি পাটপণ্য সৃজন ও বাজারজাতকরণ।

কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ :

- পাট ও পাটজাত পণ্যের উৎপাদন ও ব্যবহার বৃদ্ধি;
- আইন ও বিধিমালা প্রয়োগ জোরদারকরণ;
- পাট ও পাটজাত পন্যের ব্যবসায় সহযোগিতা প্রদান;
- মানবসম্পদ উন্নয়ন;
- পাটখাতে বিনিয়োগে সুযোগ সম্প্রসারণ।

পাট অধিদপ্তর ঃ উল্লেখযোগ্য কার্যাবলী

- পাট আইন, ২০১৭ এবং দি জুট (লাইসেন্সিং এন্ড এনফোর্সমেন্ট) রুলস্ ১৯৬৪ এর প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন ;
- পাটনীতি-২০১৮ বাস্তবায়ন ;
- 'পণ্যে পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামূলক ব্যবহার আইন, ২০১০' এবং 'পণ্যে পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামূলক ব্যবহার বিধিমালা, ২০১৩' প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন ;
- পাটকলসমূহে উৎপাদন পর্যায়ে পণ্যমান নিয়ন্ত্রণ, পরিদর্শনের মাধ্যমে উৎপাদিত পণ্যের মান নিশ্চিতকরণ এবং পরীক্ষাগারের মাধ্যমে মানসম্পন্ন পণ্য উৎপাদনে মিলসমূহকে পরামর্শ ও সহায়তা প্রদান ;
- পাটপণ্যের রাসায়নিক মান পরীক্ষায় পাটকলসমূহকে সহায়তা প্রদান ;
- পাট ও পাটজাত পণ্যের উৎপাদন, রপ্তানি ও রপ্তানি আয়ের তথ্য পরিসংখ্যান সংগ্রহ, সংকলন ও সংরক্ষণ ;
- পাট আবাদী জমির পরিমান ও পূর্ববর্তী বছরের তুলনামূলক পরিসংখ্যান সংগ্রহ, সংকলন ও সংরক্ষণ ;
- 'উন্নত প্রযুক্তি নির্ভর পাট ও পাটবীজ উৎপাদন এবং সম্প্রসারণ' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় পাট চাষীদের উন্নত পাটবীজ উৎপাদন, পাট চাষ, রিবন রেটিং পদ্ধতিতে পাট পচানো ও পাটের শ্রেণিবিন্যাস সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রদান ও উদ্বুদ্ধকরণ ;
- হাট-বাজার পরিদর্শনের মাধ্যমে ভেজা ও নিম্নমানের পাট ক্রয়-বিক্রয় নিয়ন্ত্রণ;
- পাট ও পাটজাত পণ্যের ব্যবসার লাইসেন্স প্রদান ও নবায়ন।

পাট অধিদপ্তরের জনবল

গ্রেড	অনুমোদিত জনবল	কর্মরত	শূণ্য পদ
২-৯ম	৭৩	৫৮	১৫
১০ম	৫১	৩৪	১৭
১১-১৬তম	৪০৮	১২১	২৮৭
১৭-২০তম	৭২	২১	৫১
সর্বমোট	**৬০৪**	**২১৯**	**৩৮৫**

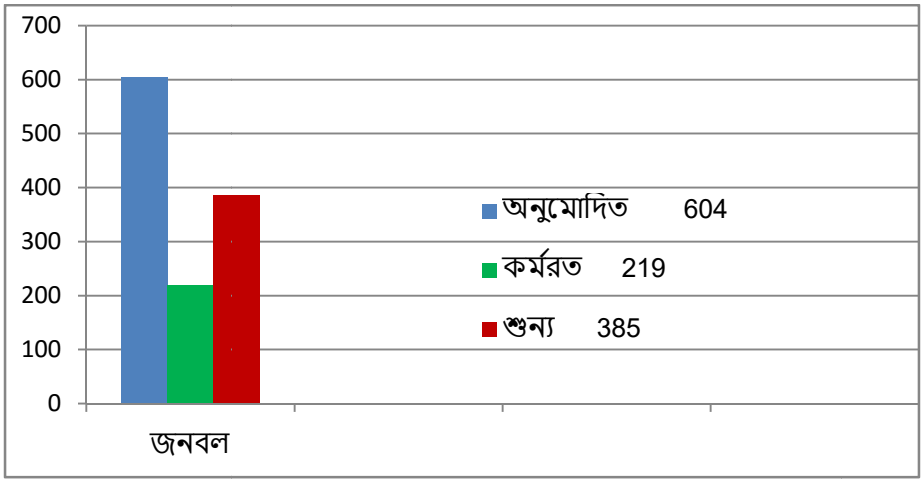

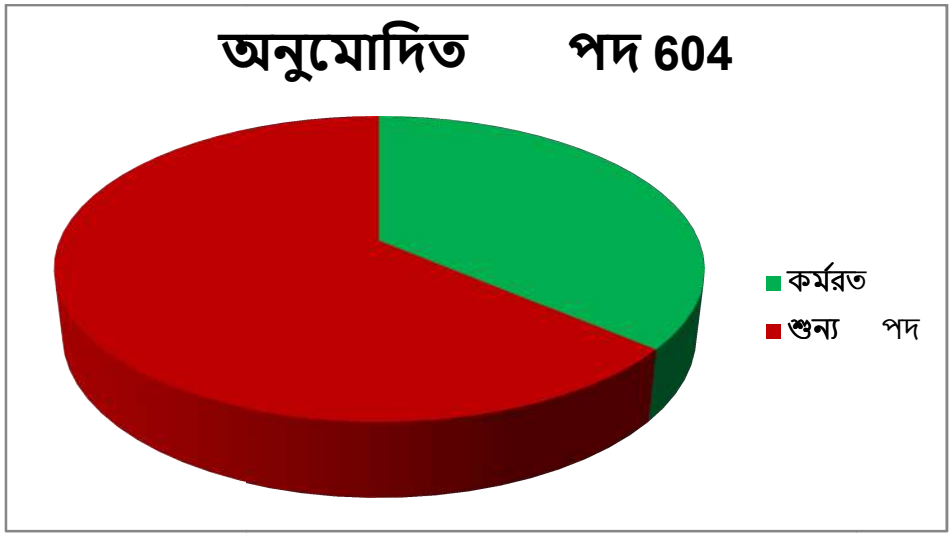

পাট সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধিমালা

১। পাট আইন, ২০১৭

২। পাট (লাইসেন্সিং এন্ড এনফোর্সমেন্ট) বিধিমালা, ১৯৬৪

৩। পণ্যে পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামূলক ব্যবহার আইন, ২০১০

৪। পণ্যে পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামূলক ব্যবহার বিধিমালা ২০১৩

৫। পাটনীতি ২০১৮

আইন এবং বিধিমালার প্রয়োগ ও বাস্তবায়নে পাট অধিদপ্তরের কার্যাবলী

০১। পাট আইন, ২০১৭ :

- মানসম্মত উচ্চ ফলনশীল পাট বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও সরবরাহ;
- পাট চাষের উন্নয়ন, পাট পণ্যের বিপণন ও সম্প্রসারণ কার্যক্রম পরিচালনা;
- স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বাজার চাহিদার সাথে সংগতি রেখে পাট ও পাটজাত পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি;
- পাট চাষের জন্য ভূমি ব্যবহারের পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;
- বহুমুখী পাটজাত পণ্যের গবেষণা, উদ্ভাবন, উৎপাদন এবং ব্যবহার বৃদ্ধির লক্ষ্যে কাযক্রম পরিচালনা;
- পাট সংশ্লিষ্ট তথ্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম শক্তিশালী ও আধুনিকীকরণ;
- পাট চাষিদের প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ এবং সহায়তা প্রদান;
- পাট গবেষণা, পাটের চাষ ও উৎপাদনে উদ্বুদ্ধকরণ, পাটজাত পণ্যের ব্যবহার বৃদ্ধি ও বাজার সৃষ্টিকরণের জন্য প্রয়োজনীয় প্রণোদনা প্রদান ও পুরস্কারের ব্যবস্থা গ্রহণ;
- আন্তর্জাতিক মেলায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে বাজার বহুমুখীকরণের উদ্যোগ গ্রহণ;
- পাট ও পাটজাত পণ্যের অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;
- পাট ও পাটজাত পণ্যের ব্যবসা তদারকি ও নিয়ন্ত্রণ;
- দেশের অভ্যন্তরে ও বিদেশে পাট ও পাটজাত পণ্য পরিবহন এবং জাহাজীকরণ সংক্রান্ত ব্যবস্থাপনায় সহায়তাকরণ;
- ব্যবসায়ী এবং প্রেস মালিকগণকে লাইসেন্স প্রদান, নবায়ন এবং স্থগিত বা বাতিলকরণ;
- পাট ও পাটজাত পণ্য উৎপাদন, বিপণন ও রপ্তানি সংক্রান্ত বিষয়ে পরিসংখ্যান সংগ্রহ, সংকলন এবং প্রচার; এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে পাট ব্যবসা সংক্রান্ত কোন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান অধিগ্রহণ, পরিচালনা বা ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব গ্রহণ।

০২। পাট বিধিমালা: প্রস্তাবিত

পাট বিধিমালা-২০২২ চুড়ান্তকরণ প্রক্রিয়াধীন আছে।

০৩। পাট (লাইসেন্স এন্ড এনফোর্সমেন্ট) বিধিমালা, ১৯৬৪ (সর্বশেষ সংশোধনী, ২০১১) :

- পাট ও পাটজাত পণ্যের লাইসেন্স ইস্যু ও নবায়ন সংক্রান্তে নীতিমালা বাস্তবায়ন
- লাইসেন্স প্রদান ও নবায়নের মাধ্যমে রাজস্ব আদায় এবং হালনাগাদ সংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ
- আইন ও বিধিমালা ভংগকারীদের বিরূদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ
- পাট ও পাটপণ্য রপ্তানী হতে রাজস্ব আদায়।

০৪। পণ্যে পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামূলক ব্যবহার আইন, ২০১০

- ❖ দেশে পাট উৎপাদন ও পাটের অভ্যন্তরীণ ব্যবহার বৃদ্ধি, পাটের ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তি ও পরিবেশ রক্ষায় কতিপয় পণ্যের সরবরাহ ও বিতরণে কৃত্রিম মোড়কের ব্যবহারজনিত কারণে সৃষ্ট পরিবেশ দূষণরোধকল্পে বাধ্যতামূলকভাবে পাটজাত মোড়ক ব্যবহার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে "পণ্যে পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামূলক ব্যবহার আইন, ২০১০" (২০১০ সনের ৫৩ নম্বর আইন) প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন করা।

০৫। পণ্যে পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামূলক ব্যবহার বিধিমালা, ২০১৩ :

- ❖ বিধিমালার তফসিল অনুযায়ী ১৯ টি পণ্য **(ধান, চাল, গম, ভুট্টা, সার , চিনি,মরিচ, হলুদ, পেঁয়াজ, আদা, রসুন, ডাল, ধনিয়া, আলু, আটা, ময়দা ,তুষ-খুদ-কুড়া, পোল্ট্রি ফিড ও ফিস ফিড)** মোড়কীকরণে পাটজাত মোড়কের ব্যবহার নিশ্চিতকরণ কার্যক্রম তদারকী ,
- ❖ বিধিমালা অনুযায়ী পণ্য উৎপাদন ও মোড়কীকরণে সম্পর্কিত তথ্যাদি প্রেরণ, সংরক্ষণ ও প্রতিবেদন দাখিল ,
- ❖ আইন ও বিধি ভংগকারীর বিরুদ্ধে ভ্রাম্যমান আদালতের মাধ্যমে শাস্তিমূলক ব্যবসহা গ্রহণ।

পণ্যে পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামূলক ব্যবহার আইন, ২০১০ বাস্তবায়ন উপলক্ষ্যে জেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ে উদ্বুদ্ধকরণ ও মতবিনিময় সভার চিত্র :

পাট অধিদপ্তরে অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মোঃ আবদুল মান্নান । [২৫/১০/২০২১]

নরসিংদীতে অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মোঃ আব্দুর রউফ। [০৮/১২/২০২১]

ফরিদপুরে অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মোঃ আব্দুর রউফ। [২০/০৩/২০২২]

কুমিল্লায় অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পাট অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব মোহাম্মদ আতাউর রহমান। [২৫/০৯/২০২২]

বরিশালে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পাট অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব মোহাম্মদ আতাউর রহমান। [০৭/০৫/২০২২]

সুনামগঞ্জে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পাট অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব মোহাম্মদ আতাউর রহমান। [২৯/০৫/২০২২]

জামালপুরে অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পাট অধিদপ্তরের পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) জনাব মো: এনায়েত উল্লাহ খান ইউছুফজী

ফরিদপুরে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পাট অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব মোহাম্মদ আতাউর রহমান। [০১/০৭/২০২২]

পাট ও পাটজাত পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণ

(ক) পরীক্ষণের মাধ্যমে পরীক্ষাগারে পাটপণ্যের মাণ পরীক্ষণ:

দেশের সরকারী ও বেসরকারী পাটকলসমুহে উৎপাদিত পণ্যের মান সমুন্নত রাখার লক্ষ্যে বৃহৎ ০৩ (তিন) টি পাট শিল্প এলাকায় পাট অধিদপ্তরের অধীনে ০৩ (তিন) টি পাটপণ্য পরীক্ষাগার স্থাপন করা হয়েছে। পরীক্ষাগারসমুহ যথাক্রমে ঢাকার ডেমরায়, চট্রগ্রামের পাহাড়তলীতে এবং খুলনার বয়রায় আবস্থিত। মিল পরিদর্শনের সময় সংগৃহীত নমুনা তিনটি পরীক্ষাগারে রাসায়নিক ও ব্যবহারিক পরিক্ষণের মাধ্যমে উৎপাদিত পণ্যের গুনাবলী নিশ্চিত করা হয়ে থাকে। পণ্যের মাণ নিম্নমানের পরিলক্ষিত হলে উহা উন্নয়নের লক্ষ্যে মিলমালিক/প্রকল্প প্রধানের নিকট লিখিতভাবে পরামর্শ প্রদান করা হয়। বিগত ৫ বছরের পরিসংখ্যান নিম্নরুপ:

অর্থ বছর	প্রাপ্ত নমুনার সংখ্যা	পরীক্ষিত নমুনার সংখ্যা	ফলাফল	
			স্বাভাবিক	নিম্নমান
২০১৭-১৮	২০৭১	২০৭১	২০৬০	১১
২০১৮-১৯	১৬৫৭	১৬৫৭	১৬৫৪	০৩
২০১৯-২০	১৫২৪	১৫২৪	১৫১৯	০৫
২০২০-২১	১১৫৫	১১৫৫	১১৪৫	১০
২০২১-২২	১৫৯৬	১৫৯৬	১৫৯৬	০০

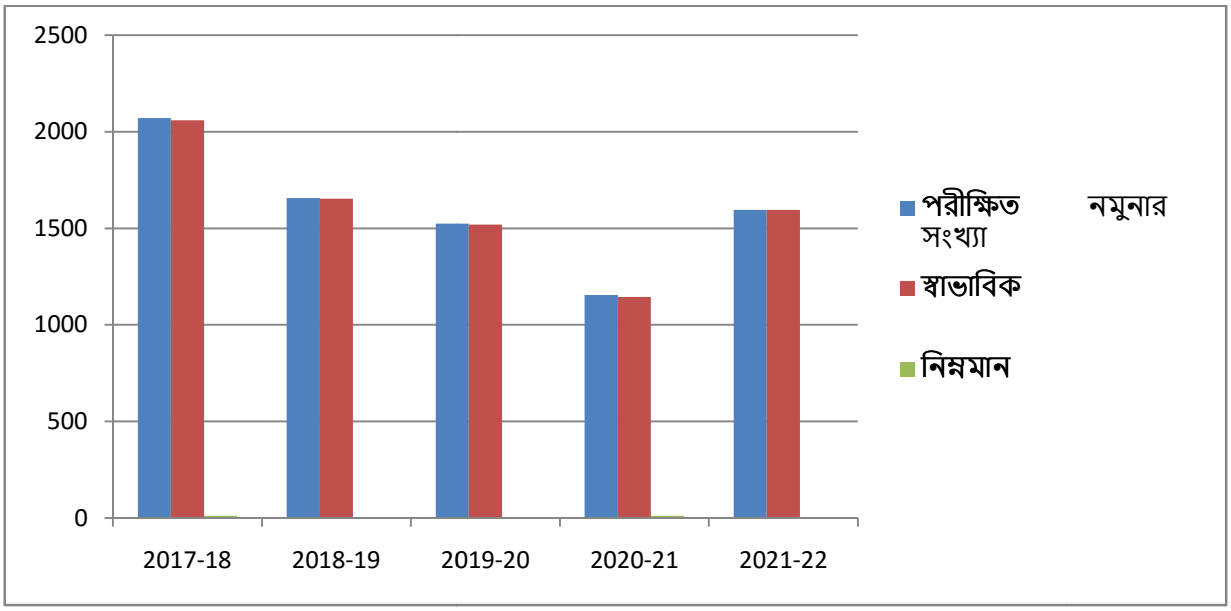

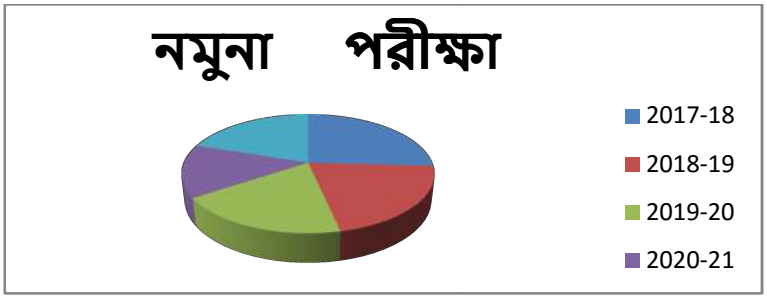

(খ) পরিদর্শনের মাধ্যমে পাটপণ্যের মান পরীক্ষণ:

পাট পণ্যের মান পরিদর্শন ও পরীক্ষণ কাজে মাঠ পর্যায়ে ০৫ (পাঁচ) টি সহকারী পরিচালকের অফিস রয়েছে। উক্ত সহকারী পরিচালকগণ মিল পরিদর্শনের মাধ্যমে সরকারী ও বেসরকারী পাটকলে উৎপাদিত পাটপণ্যের মান নিয়মিত পরিদর্শন করে থাকে। বিগত ৫ বছরের পরিসংখ্যান নিম্নরুপ:

অর্থ বছর	মিল পরিদর্শন সংখ্যা	পরিদর্শিত নমুনার সংখ্যা	পরিদর্শন ফলাফল			
			সরকারি মিল		বেসরকারি মিল	
			স্বাভাবিক	নিম্নমান	স্বাভাবিক	নিম্নমান
২০১৭-১৮	৫২৭	১২৩৮	৪৪৭	০৬	৭৭৯	০৬
২০১৮-১৯	৫৬২	১২৪১	৪৪৫	০২	৭৯২	০২
২০১৯-২০	৪১৪	৮৩৯	২৮৮	০৯	৫৩৮	০৪
২০২০-২১	২৯৮	৬৯৬	-	-	৬৯০	০৬
২০২১-২২	৬৪৯	৬৪৯	-	-	৬৪৫	০৪

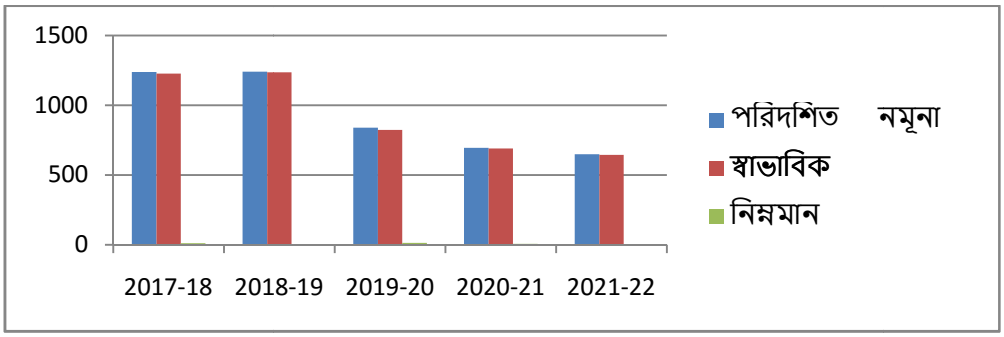

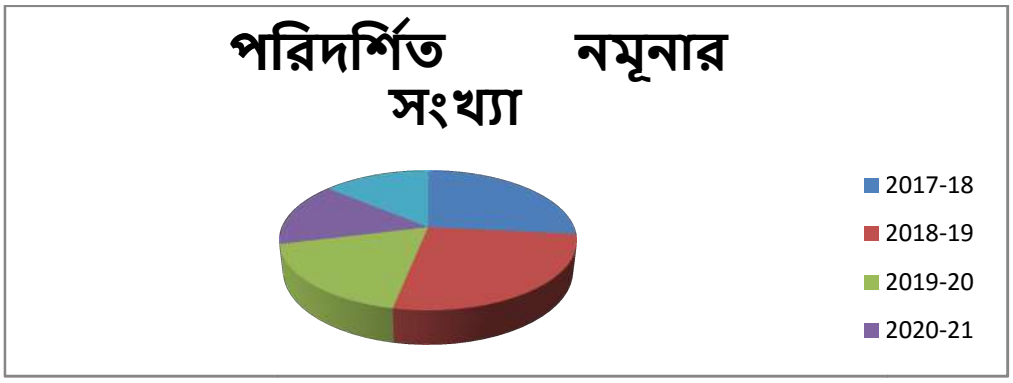

(গ) কাঁচা পাটের মান নিয়ন্ত্রণ:

পাট অধিদপ্তরের ১০টি অঞ্চলের সহকারী পরিচালক , ৪২টি মূখ্যপরিদর্শক ও ৭৯টি পরিদর্শক কার্যালয়ের মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ের হাট-বাজার ও পাট কলের পাট শাখা নিয়মিত পরিদর্শনের মাধ্যমে ভিজা পাট ক্রয়/বিক্রয় নিয়ন্ত্রণ করা হয়ে থাকে। তাছাড়া কাঁচা পাটের গ্রেড নির্ধারণ করে পাট চাষীদের ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তিতে সহায়তা প্রদান করে থাকে।

পাটপণ্য পরীক্ষাগার স্থাপন এবং বিদ্যমান পরীক্ষণ সুবিধাদি

পাটপণ্য পরীক্ষাগার স্থাপন :

ইউএনডিপি'র আর্থিক ও কারিগরী সহায়তায় দেশের বৃহৎ ০৩ (তিন) টি পাট শিল্প অঞ্চল যথাক্রমে- ঢাকা, চট্রগ্রাম ও খুলনায় ১৯৮৩ সালে পাট অধিদপ্তরের অধীনে ৩টি আধুনিক মানের পাটপণ্য পরীক্ষাগার স্থাপন করা হয়। ইউএনডিপি'র মতে পাটখাতে দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে এ ৩টি পরীক্ষাগারই স্বয়ং-সম্পূর্ণ পরীক্ষাগার। বর্তমান বিশ্বে পাটজাত পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণের নিমিত্ত বিভিন্ন প্রকার ডিজিটাল পরীক্ষণ যন্ত্র আবিস্কার হলেও এ ৩টি পরীক্ষাগারে স্থাপিত এনালগ পদ্ধতির যন্ত্রপাতির আবেদন বা গ্রহণযোগ্যতা মোটেও কমেনি। আর সে কারণেই দেশের সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ের ছোট-বড় প্রায় ২৪০টি পাটকল তাঁদের উৎপাদিত পাটজাত পণ্যের নমুনা পরীক্ষার জন্য পাট অধিদপ্তরের আওতাধীন এ ৩টি পরীক্ষাগারের সহায়তা গ্রহণ করে আসছে।

পরীক্ষাগার সমূহের ব্যবহার :

তিনটি পাটপণ্য পরীক্ষাগারের মধ্যে (১) চট্টগ্রামে স্থাপিত পাটপণ্য পরীক্ষাগারের মাধ্যমে- চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, ফেনী, হবিগঞ্জ ও কুমিল্লা এলাকার সরকারী ও বেসরকারী পাটকলে উৎপাদিত পাটপণ্যের মান পরীক্ষণে সহায়তা প্রদান করা হয়। (২) ঢাকায় স্থাপিত পাটপণ্য পরীক্ষাগারের মাধ্যমে- ঢাকা, নারায়নগঞ্জ, চাঁদপুর, নরসিংদী, গাজীপুর, ময়মনসিংহ, জামালপুর, টাংগাইল, সিরাজগঞ্জ, পাবনা, বগুড়া, রংপুর, দিনাজপুর ও পঞ্চগড় এলাকার সরকারী ও বেসরকারী পাটকলে উৎপাদিত পাটপণ্যের মান পরীক্ষণে সহায়তা প্রদান করা হয়। (৩) খুলনায় স্থাপিত পাটপণ্য পরীক্ষাগারের মাধ্যমে- খুলনা, যশোর, বরিশাল, মাদারীপুর, রাজশাহী, কুষ্টিয়া, মাগুরা, ফরিদপুর ও রাজবাড়ী এলাকার সরকারী ও বেসরকারী পাটকলে উৎপাদিত পাটপণ্যের মান পরীক্ষণে সহায়তা প্রদান করা হয়। এ ৩টি পরীক্ষাগারে বছরে প্রায় ২৭০০টি পাটপণ্যের নমুনার ভৌত, ব্যবহারিক ও রাসায়নিক মান পরীক্ষণের মাধ্যমে মানসম্পন্ন পণ্য উৎপাদন ও রপ্তানীতে সরকারী ও বেসরকারী পাটকল সমূহকে সহায়তা প্রদান করা হয়ে থাকে।

পরীক্ষণ সুবিধাদি ঃ

(১) ভৌত ও ব্যবহারিক মান পরীক্ষা ঃ পাটজাত পণ্য যথা-হেসিয়ান, সেকিং, সিবিসি, কার্পেট, ইর্য়ান ও টুয়াইন ইত্যাদি পাটজাত পণ্যের ষ্ট্রেংথ, কাউন্ট, ময়েশ্চার, কালার, টুইষ্ট, হেয়ারিনেস, রেগুলারিটি, ব্রাইটনেস ইত্যাদি বিভিনড়ব ধরনের পরীক্ষা তিনটি পাটপণ্য পরীক্ষাগারে সম্পনড়ব করা হয়ে থাকে।

(২) রাসায়নিক মান পরীক্ষা ঃ সরকারী ও বেসরকারী পাটকলে উৎপাদিত সকল প্রকার পাটজাত পণ্যের অয়েল কন্টেন্ট, জেবি অয়েল এর ভিসকোসিটি, পরোসিটি, পোর পয়েন্ট, ফ্লাশ পয়েন্ট, ইমালশন, সেলাইনিটি এবং কার্বন, ফুট প্রিন্ট, ফিংগার প্রিন্ট, ইত্যাদির উপস্থিতি ও পরিমাণ সংক্রান্ত যাবতীয় রাসায়নিক পরীক্ষা তিনটি পাটপণ্য পরীক্ষাগারে সম্পন্ন করা হয়ে থাকে।

ভৌত ও ব্যবহারিক মান পরীক্ষায় ব্যবহৃত উল্লেখযোগ্য পরীক্ষণ যন্ত্রপাতির বিবরণ ও পরিচিতি

ফেব্রিক ষ্ট্রেংথ টেষ্টার (হরাইজোন্টাল)

এ এ্যাপারেটাস দ্বারা চট, বস্তা ইত্যাদি অধিক শক্তি সম্পন্ন পাট বস্ত্রের শক্তি পরিমাপ করা হয়।

ফেব্রিক ষ্ট্রেংথ টেষ্টার (ভার্টিক্যাল)

এ এ্যাপারেটাস দ্বারা চট, বস্তা ইত্যাদি অপেক্ষাকৃত কম শক্তি সম্পন্ন পাট বস্ত্রের শক্তি পরিমাপ করা হয়।

ইয়ার্ন ষ্ট্রেংথ টেষ্টার

এ এ্যাপারেটাস দ্বারা ইয়ার্ন ও টুয়াইন এর শক্তি পরিমাপ করা হয়।

ইন্সট্রন টেনসাইল ষ্ট্রেংথ টেষ্টার

এ এ্যাপারেটাস দ্বারা ইয়ান ও টুয়াইন, চট ও বস্তার শক্তি পরিমাপ করা হয়।

ময়েশ্চার ড্রাইংওভেন

এ যন্ত্র দ্বারা পাটজাত পণ্যের ময়েশ্চার কনটেন্ট ও ময়েশ্চার রিগেইন কত ভাগ রয়েছে তা পরিমাপ করে সঠিক মানের পণ্য উৎপাদনে সহায়তা প্রদান করা হয়।

কালার ফাষ্টনেস টেষ্টার

এ এ্যাপারেটাস দ্বারা পাটের তৈরী রঙ্গিন কার্পেট, চট বা ইয়ার্নের রং এর স্থায়ীত্ব নিরূপন করা হয়।

বার্ষ্টিং ষ্ট্রেংথ টেষ্টার

পাটের তৈরী বস্তা, ক্যানভাস ইত্যাদি সর্বোচ্চ কত কেজি ভার গ্রহণের পর ফেটে যায় এ এ্যাপারেটাস দ্বারা তা নিরূপন করা হয়।

হট বক্স ওভেন

পরীক্ষাগারে রাসায়নিক পরীক্ষা শেষে বিকার, ফানেল, ক্রুসিবল ইত্যাদি কাঁচের দ্রব্যাদি ডিষ্টিল ওয়াটার দিয়ে পরিস্কার করার পর এ ওভেনের ভিতর রেখে তা শুকানো হয়।

সেন্ট্রি ফিউজ

এ এ্যাপারেটাস দ্বারা জুট বেচিং অয়েল এবং ইমালশনের সঠিকতানিরুপন করা হয়।

সক্সলেট এক্সট্রাকশন এ্যাপারেটাস

এ এ্যাপারেটাস দ্বারা পাটজাত পণ্যে ব্যবহৃত তেলের পরিমাণ নিরুপন করা হয়। এতে এক সংগে ৬টি নমুনা পরীক্ষা করা যায়।

র‍্যাপিড অয়েল এক্সট্রাকশন এ্যাপারেটাস

এ এ্যাপারেটাস দ্বারা পাটজাতপণ্যে ব্যবহৃত তেলের পরিমাণ অতি দ্রুত নিরূপন করা হয়।

গবেষণা টেবিল

রাসায়নিক পরীক্ষায় ব্যবহৃত বিভিন্ন ধরণের কেমিক্যাল এবং রিএজেন্ট যা জার্মান এবং ইংল্যান্ড থেকে আমদানিকৃত।

পাট ও পাটজাত পণ্য উৎপাদন, রপ্তানী ও রপ্তানী আয় সংক্রান্ত পরিসংখ্যান

পাট আবাদী জমি, পাট বুনানী, পাটের উৎপাদন, কাঁচা পাট রপ্তানী ও পাট পণ্যের উৎপাদন, রপ্তানী ও রপ্তানী আয় ইত্যাদি সংক্রান্ত তথ্য-পরিসংখ্যান পাট অধিদপ্তর কর্তৃক সংগ্রহ, সংকলণ ও সরবরাহ করা হয়ে থাকে। বিগত ০৫ বছরের তথ্য-পরিসংখ্যান নিম্নরুপঃ

বিবরণ	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২
মোট কাঁচা পাট উৎপাদন (লক্ষ বেল)	৯১.৯৯	৭৩.১৫	৮৪.৫৫	৯০.৯১	৭০.৬৪
কাঁচা পাট রপ্তানী (লক্ষ বেল)	১৩.৭৯	০৮.২৫	৮.৫৮	৫.৮৬	৮.০১
কাঁচা পাট হতে রপ্তানী আয় (কোটি টাকা)	১২৯৪.৬৫	৮৫৯.০৫	৮৫৩.৪১	৬৫৯.৭৩	১০৯৩.১৬
পাটজাত দ্রব্য উৎপাদন (লক্ষ মেঃ টন)	১১.৪৪	১০.২৭	১০.৭	৯.৫৩	৮.২৫
পাটজাত দ্রব্য রপ্তানী (লক্ষ মেঃ টন)	৮.২৭	০৭.৩০	৩.৫৮	২.৩৮	৫.৯৯
পাটজাত দ্রব্য হতে রপ্তানী আয় (কোটি টাকা)	৬৮০১.৫৬	৫২২০.৮৫	৩০৫১.৩৭	২৩৬৯.৪৫	৭১৯৮.৩৮

২০২০-২১ অর্থবছরে পাট বপন ও উৎপাদন সংক্রান্ত লক্ষমাত্রা ও অর্জন

লক্ষমাত্রা		**অর্জন** (জুন/২০২১ পর্যন্ত)	
জমি (হেক্টর)	**উৎপাদন (লক্ষ মে: টন)**	**জমি (হেক্টর)**	**উৎপাদন (লক্ষ মে: টন)**
৯৭০৫০৬	১৬৯৮২২২	৭৫৬৫৭০	১৪৩৭৩৬০

বিঃদ্রঃ কাঁচাপাট রপ্তানীর ক্ষেত্রে বেল প্রতি ২.০০ টাকা হারে এবং পাটপণ্য রপ্তানীর ক্ষেত্রে রপ্তানী মূল্যে প্রতি ১০০ টাকায় ০.১০ টাকা হারে রাজস্ব ফি আদায়ের সিদ্ধান্ত রয়েছে। উক্ত ফি রপ্তানী দলীল হস্তান্তর (Document negotiation) এর সময় সংশ্লিষ্ট ব্যাংক কর্তৃক কর্তন পূর্বক সরকারের রাজস্বখাতে (৬৫-কর ব্যতীত বিবিধ প্রাপ্তি এর অধীন পাট ও পাটপণ্য পরিদর্শন ফি) জমা হচ্ছে।

পাট ও পাটজাত দ্রব্য পরিমাপ সংক্রান্ত হিসাব

১০০ কেজি = ১ কুইন্টাল	৫.৫ বেল = ১ টন
৪০ কেজি = ১ মন	১ বেল = ০.১৮২ টন
১৮২.২৫ কেজি = ১ বেল	

পাট অধিদপ্তরের বিগত ০৫ (পাঁচ) অর্থবছরের (২০১৭-১৮ হতে ২০২১-২২) খাত ভিত্তিক রাজস্ব আয়ের লক্ষ্যমাত্রা এবং প্রকৃত অর্জনের বিবরণী।

(অংকসমূহ হাজার টাকায়)

মন্ত্রণালয় /দপ্তরের প্রাতিষ্ঠানিক কোড	পরিচালন কোড	অর্থনৈতিক কোড	খাতসমূহ	২০১৭-১৮		২০১৮-১৯		২০১৯-২০		২০২০-২১		২০২১-২২	
				লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪
১৪১০৩০১	১৪১০৩০১ ১২১৯২৯	২০৩১	পরীক্ষা ফি	৫.০০	০	০	০	০	০	০	০	০	০
		২৬৪১	পাট আইনে প্রাপ্তি	৮,০০,০০.০০	৪,৫৯,২১.৫০	০	০	০	০	০	০	০	০
		২৬৭১	অতিরিক্ত প্রদত্ত আদায়	১৪,০০.০০	১১.০৩.৫৪	০	০	০	০	০	০	০	০
		২৬৮১	বিবিধ রাজস্ব প্রাপ্তি	৬৫.০০.০০	১২,৪৩.১৪	০	০	০	০	০	০	০	০
		১৪২২৩১৩	পরিদর্শন ফি	৫,৫০,০০,০০	৫,৪৬,১৮.৫০	৫,৪১,০১.০০	৫,৪৬,১৩.৬৮	৭৪,১০.০০	২,৯০,১৭.৮২	৮,৭৫,০০.০০	৩,৩৫,১৩.৭৯	৮,৯১,০০.০০	২,৭৩,৪২.৯৮
		১৪২৩২০৪	সরকারি যানবাহন ব্যবহার	১২,০০	৭.২০	১৭.০০	৩৪.৯৩	৩৫.০০	৮.২০	৩৫.০০	৩.০০	৩৫.০০	১৩.৮০
		১৪৪১২০২	পূর্ববর্তী অর্থবছরের অতিরিক্ত গৃহীত অর্থ ফেরৎ	০	০	০	০	০	০	০	০	১২,০০.০০	১১,২৮.৩০
		১৪৪১২৯৯	অন্যান্য আদায়	০	০	৮,৪৪,০০.০০	৪,৩৫,৪১.৪৪	১৩,৬২,৮১.০০	৪,৮৮,০৭.৬২	৭,৩২,৬৫.০০	৪,০১,৩৩.২২	৮,৯৭,৬৫.০০	৪,২১,৯৬.৩০
			সর্বমোটঃ	১৪,২৯,১৭.০০	১০,২৮,৯৩.৮৮	১৩,৮৫,১৮.০০	৯,৮১,৯০.০৫	১৪,৩৭,২৬.০০	৭,৭৮,৩৩.৬৪	১৬,০৮,০০.০০	৭,৩৬,৫০.০১	১৮,০১,০০.০০	৭,০৬,৮১.৩৮

পাট অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়সহ মাঠ পর্যায়ের সহকারী পরিচালক, মূখ্য পরিদর্শক এবং পাট পণ্য পরীক্ষাগারসমূহের বিগত ০৫ (পাঁচ) অর্থবছরের (২০১৭-১৮ হতে ২০২১-২২) সংশোধিত বরাদ্দকৃত অর্থ এবং প্রকৃত ব্যয়কৃত অর্থের বিবরণী।

(অংকসমূহ লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নম্বর	দপ্তর/কার্যালয়ের নাম	অপারেশন কোড	২০১৭-১৮		২০১৮-১৯		২০১৯-২০		২০২০-২১		২০২১-২২	
			বরাদ্দ	ব্যয়	বরাদ্দ	ব্যয়	বরাদ্দ	ব্যয়	বরাদ্দ	ব্যয়	বরাদ্দ	ব্যয়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
০১.	প্রধান কার্যালয় পাট অধিদপ্তর	১৪১০৩০১১২১৯২৯	২২,৩২.০০	১৬,১৮.৮৫	২৪,৩৫.২২	১৭,৯৪.১১	১২,৪৫.১৩	৯,৪৩.৯২	১৩,০৭.৫০	৯,৪৩.৭৮	১৩,৫৪.৪০	১০,৯১.৪৪
০২.	সহকারী পরিচালকের কার্যালয়সমূহ	১৪১০৩০২০০০০০০	০	০	০	০	১,৮৭,৪১	১,৬৭.১৬	১,৮৩.৫০	১,৩৯.৫৬	২,০৯.০০	১,৫৫.৮৯
০৩.	মূখ্য পরিদর্শকের কার্যালয়সমূহ	১৪১০৩০৪০০০০০০	০	০	০	০	৫,১৫.২৬	৪,৯৬.৩১	৫,৫১.০০	৫,০৯.৮১	৬,৬৫.৯০	৪,৮৮.৩২
০৪.	পাট পণ্য পরীক্ষাগারসমূহ	১৪১০৩০৬০০০০০০	০	০	০	০	১,৮৭.৮৫	১,৩৬.৫৬	১,৬৫.০০	১,২৬.৯৪	৩,০৩.১০	১,৮২.২২
		সর্বমোটঃ	২২,৩২.০০	১৬,১৮.৮৫	২৪,৩৫.২২	১৭,৯৪.১১	২১,৩৫.৬৫	১৭,৪৩.৯৫	২২,০৭.০০	১৭,২০.০৯	২৫,৩২.৪০	১৯,১৭.৮৭

❖ **উল্লেখ্য ২০১৯-২০ অর্থবছর হতে পাট অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়, সহকারী পরিচালক, মূখ্য পরিদর্শক এবং পাট পণ্য পরীক্ষাগারসমূহের জন্য পৃথক পৃথক বাজেট বরাদ্দ প্রদান করা হয়।**

লাইসেন্স ইস্যু, নবায়ন ও ভ্রাম্যমান আদালত সংক্রান্ত তথ্য/পরিসংখ্যান

(ক) লাইসেন্স ইস্যু ও নবায়ন :

পাট অধিদপ্তর পাট ও পাটজাত পণ্যের ব্যবসায়ীদের লাইসেন্স ইস্যু ও নবায়ন করে পাট ব্যবসাকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। লাইসেন্স ইস্যু ও নবায়নের মাধ্যমে প্রতি বছর এর ফি বাবদ রাজস্ব আদায় করছে। বিগত ৫(পাঁচ) বছরের হিসাব নিম্নরুপঃ

অর্থ বছর	লাইসেন্স প্রদান (ইস্যু ও নবায়ন)	লাইসেন্স ফি বাবদ রাজস্ব আদায় (লক্ষ টাকা)	জরিমানা (লক্ষ টাকা)	মোট রাজস্ব আদায় (লক্ষ টাকা)
২০১৭-১৮	১৬৪৭৪	৪৫৮.২৫	০.৯৯	৪৫৯.২৪
২০১৮-১৯	১৩৩০৬	৪২০.১২	০.৩৯	৪২০.৫১
২০১৯-২০	১৩৬৮৫	৪৭৪.০২	০.৫০	৪৭৪.৫২
২০২০-২১	১৩,৮৯৮	৩৯০.২৯	৭১.৮৫	৩৯১.০১
২০২১-২২	১৫.২২৭	৪১৯.৪২	১.৫১	৪২০.৯৩

(খ) "পণ্যে পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামূলক ব্যবহার আইন, ২০১০" আইনের আওতায় পরিচালিত ভ্রম্যমান আদালত :

অর্থবছর	ভ্রম্যমান আদালতের সংখ্যা	দন্ড	
		অর্থদন্ড (লক্ষ টাকা)	কারাদন্ড
২০১৭-১৮	১০৪৩	৬৩.৪২৪	০০
২০১৮-১৯	৮৯৭	৬৫.৩১	০০
২০১৯-২০	১৩২৮	৯২.০১	৪৯
২০২০-২১	১৪২৪	৯৫.৫৪	০৪
২০২১-২২	১৩৬৫	১০৮.৫৬	০০

প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্যাদি

পাট অধিদপ্তরের ২০২১-২২ অর্থ বছরের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কার্যক্রম :

ক্যাটাগরি	প্রশিক্ষণের সংখ্যা	অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীর সংখ্যা
দেশের অভ্যন্তরে প্রশিক্ষণ	২১	২১ জন
ইন হাউজ প্রশিক্ষণ	১৫	৫৪৫ জন
বিদেশ প্রশিক্ষণ	০২	০২ জন
ওয়ার্কশপ/সেমিনার	১১	৪৫৬ জন
পাট চাষী প্রশিক্ষণ	৪৫ টি জেলার ২২৭ টি উপজেলায়	৪৮৬০৮ জন

চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় করণীয় বিষয়ক কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মোঃ আব্দুর রউফ।

তথ্য অধিকার আইন ও বিধিবিধান বিষয়ক প্রশিক্ষণ

উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন বিষয়ক ইনহাউজ প্রশিক্ষণ

কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বিষয়ক কর্মশালা

জাতীয় শুদ্ধাচার বিষয়ক কর্মশালা

চিত্র : ২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির আওতায় বিভিন্ন বিষয়ে কর্মশালা ও প্রশিক্ষণ

উল্লেখযোগ্য অর্জন

- পাটখাতের উন্নয়ন ও প্রসারের লক্ষ্যে প্রতি বছর ৬ মার্চ জাতীয় পাট দিবস পালন;
- প্রকল্পের আওতায় ২০২১-২২ *অর্থবছরে* নির্বাচিত চাষীদের মাধ্যমে ৬৪২.১৪ মে: টন উচ্চফলনশীল পাটবীজ উৎপাদন, চাষীদের মধ্যে পাটবীজ সরবরাহ ও বিতরণ ৫৮৭.০৬ মে:টন এবং মানসম্মত তোষা পাট উৎপাদন(সম্ভাব্য) ১১.৮১ লক্ষ বেল;
- মুজিব বর্ষ উপলক্ষ্যে দেশের ৪৫টি পাট উৎপাদন প্রবন জেলার ২২৭টি উপজেলায় ৪৮৬০৪ জন পাটচাষীকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদেরকে আধুনিক পদ্ধতির পাট চাষের কলাকৌশল সম্পর্কে প্রশিক্ষিত করা;
- মুক্তিযুদ্ধ ও বঙ্গবন্ধুর স্মৃতি সম্বলিত একটি গ্যালারী স্থাপন; বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মোঃ আব্দুর রউফ এটি আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করেন;
- প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে পাট অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীর দক্ষতা বৃদ্ধি;
- সরকারি কাজের ও সেবার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে দাপ্তরিক কর্মপরিবেশের উন্নয়ন এবং
- কর্মকর্তা/কর্মচারীদের পূর্ণাঙ্গ ডাটাবেজ তৈরী।

চিত্র :পাট অধিদপ্তরে অনুষ্ঠিত মাসিক সমন্বয় সভা

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDG)

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDG) লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আওতায় পাট অধিদপ্তর এবং এর আওতাধীন "উন্নত প্রযুক্তি নির্ভর পাট ও পাটবীজ উৎপাদন ও সম্প্রসারণ" শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে পরিবেশ বান্ধব পাটের ব্যাগ ব্যবহার, পাটচাষী প্রশিক্ষণ, উফশী পাট ও পাটবীজ উৎপাদন এবং পাট ও পাটজাত পণ্য রপ্তানীর মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে কার্যক্রম চলমান রয়েছে। প্রকল্পভূক্ত পাট চাষীদের কর্মদক্ষতা উন্নয়নে প্রকল্প মেয়াদকালে(২০১৮-২০২৩ পর্যন্ত) ২১৪৬০০ জন পাট চাষীকে প্রশিক্ষণ দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে। প্রকল্পের মাধ্যমে ২০২১-২২ অর্থবছরে ৪৮৬০৮ জন পাট চাষীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং ১১.৮১ লক্ষ বেল পাট উৎপাদন ও ৬৪২.১৪ মেঃটন পাটবীজ উৎপাদন হয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে কাঁচা পাট সারাদেশে কাঁচা পাট উৎপাদনের পরিমান ৭০.৬৪ লক্ষ বেল । ২০২১-২২ অর্থবছরে কাঁচা পাট রপ্তানী করে ২১৬.১৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং পাটজাত পণ্য রপ্তানী করে ৯১১.৪৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় হয়েছে। এছাড়া পরিবেশবান্ধব পাটের ব্যাগ ব্যবহার বৃদ্ধির লক্ষ্যে পাট অধিদপ্তরের মাধ্যমে উদ্বুদ্ধকরণ সভা, সেমিনার, পোষ্টার ও লিফলেট বিতরণ এবং নিয়মিত মোবাইল কোর্ট পরিচালনাসহ প্রয়োজনীয় কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়ন হলে দেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়ন তরান্বিত হবে এবং SDG এর বিভিন্ন সূচক অর্জন সহজ হবে।

চিত্র : জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে আলোচনা ও দোয়া মাহফিল এবং বৃক্ষ রোপন কর্মসূচি

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন

পাট অধিদপ্তরের ২০২১-২২ অর্থ বছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন, বিভিন্ন কমিটি গঠন, প্রধান কার্যালয় ও অধস্তন অফিসসমূহে সভা/সেমিনার আয়োজন, কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ, সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি ও ওয়েবসাইট হালনাগাদকরণ, ইন্টারনেট ও তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারে উন্নয়ন, নৈতিকতা বিষয়ে কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ, অভিযোগ প্রতিকার পদ্ধতি, নির্ধারিত তারিখের মধ্যে বিভিন্ন তথ্য, পরিসংখ্যান ও প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী সফলতা অর্জিত হয়েছে।

চিত্র : ২০২১-২২ অর্থবছরের জাতীয় শুদ্ধাচার পুরস্কার বিতরণ

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০২১-২২ বাস্তবায়ন

২০২১-২২ অর্থ বছরে পাট অধিদপ্তরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ : [১] পাট ও পাটজাত পণ্যের উৎপাদন ও ব্যবহার বৃদ্ধি; [২]আইন ও বিধিমালা প্রয়োগ জোরদারকরন; [৩] পাট ও পাটজাত পণ্যের ব্যবসায়ে সহযোগিতা প্রদান [৪] মানবসম্পদ উন্নয়ন; এবং [৫] পাট খাতে বিনিয়োগে সুযোগ সম্প্রসারণ।

পাট অধিদপ্তরের ২০২১-২২ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন, বিভিন্ন কমিটি গঠন, প্রধান কার্যালয় ও অধস্তন অফিসসমূহে সভা/সেমিনার আয়োজন, কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ, সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি ও ওয়েবসাইট হালনাগাদকরণ, ইন্টারনেট ও তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারে উন্নয়ন, নৈতিকতা বিষয়ে কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ, অভিযোগ প্রতিকার পদ্ধতি, নির্ধারিত তারিখের মধ্যে বিভিন্ন তথ্য, পরিসংখ্যান ও প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী সফলতা অর্জিত হয়েছে।

চিত্র: পাট অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ও মাঠ পর্যায়ের সহকারী পরিচালকবৃন্দের সাথে ২০২২-২৩ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর [১৪/০৬/২০২২]

২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির বার্ষিক (জুলাই ২০২১-জুন২০২২) মূল্যায়ন প্রতিবেদন

সেকশন ৩: কর্মসম্পাদন পরিকল্পনা (মোট মান-৭০)

কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র	কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্রের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	গণনা পদ্ধতি	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	প্রকৃত অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০২১-২২					বার্ষিক (জুলাই ২০২১-জুন২০২২) মূল্যায়ন প্রতিবেদন	অগ্রগতির হার (%)	ওয়েটেড স্কোর
							২০১৯-২০	২০২০-২১	অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে			
									১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
কর্মসম্পাদন ক্ষেত্রসমূহ (বিধি/আইন দ্বারা নির্ধারিত দায়িত্ব অনুযায়ী, সর্বোচ্চ ৫টি)																
[১] পাট ও পাটজাত পণ্যের উৎপাদন ও ব্যবহার বৃদ্ধি	২৩	[১.১] প্রকল্পের আওতায় উচ্চ ফলনশীল পাট ও পাটবীজ উৎপাদন	[১.১.১] উচ্চ ফলনশীল জাতের ভিত্তি ও প্রত্যায়িত পাটবীজ সংগ্রহ ও বিতরণ	সমষ্টি	মেঃটন	২	৩৯০	৫০১	৫০০	৪৫০	৪০০	৩৫০	৩০০	৫৮৭.০৫	১০০	২
			[১.১.২] উচ্চ ফলনশীল জাতের পাটবীজ উৎপাদন	সমষ্টি	মেঃটন	১	৩৩৭	৫০৭	৫২০	৪৬৮	৪১৬	৩৬৪	৩১২	৬৪২.১৪	১০০	১
			[১.১.৩] মানসম্মত উচ্চ ফলনশীল তোষা পাট উৎপাদন	সমষ্টি	লক্ষ বেল	১	১৩.৫০	১২.৮৯	১৩	১২	১০	৯	৮	১৩.৫৪	১০০	১
		[১.২] পণ্যে পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামূলক ব্যবহার আইন, ২০১০, এবং বিধিমালা, ২০১৩ এর প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন	[১.২.১] পরিচালিত মোবাইল কোর্ট	সমষ্টি	সংখ্যা	৯	১৩২৮	১৩৯১	৮০০	৭২০	৬৪০	৫৬০	৪৮০	১৩৬৫	১০০	৯
			[১.২.২] আয়োজিত উদ্বুদ্ধকরণ সভা/ হাটবাজারে উদ্বুদ্ধকরণ সভা/ কর্মশালা	সমষ্টি সমষ্টি	সংখ্যা সংখ্যা	৫	১৮৩	৬৫৪	১০০	৯০	৮০	৭০	৬০	২০০	১০০	৫
			[১.২.৩] পাটজাত পণ্যের অভ্যন্তরীণ ব্যবহার বৃদ্ধির হার	ক্রমপুঞ্জিত	%	১	০	০	২	১.৮	১.৬	১.৪	১.২	২.১১	১০০	১
		[১.৩] প্রচার কার্যক্রম পরিচালনা	[১.৩.১] পোস্টার ও লিফলেট বিতরণ	সমষ্টি	সংখ্যা	৩	৯২০০০	৭৬৯৫৫	৭০০০০	৬৩০০০	৫৬০০০	৪৯০০০	৪২০০০	১০৫২৬০	১০০	৩

সম্পাদনের ক্ষেত্র	কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্রের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	গণনা পদ্ধতি	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	প্রকৃত অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০২১-২২					বার্ষিক (জুলাই ২০২১-জুন২০২২) মূল্যায়ন প্রতিবেদন	অগ্রগতির হার (%)	ওয়েটেড স্কোর
							২০১৯-২০	২০২০-২১	অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে			
									১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
			[১.৩.২] প্রকাশিত গণবিজ্ঞপ্তি	সমষ্টি	সংখ্যা	১	৬৯	৩১	২২	২০	১৮	১৫	১৩	৩৩	১০০	১
[২] আইন ও বিধিমালা প্রয়োগ জোরদারকরণ;	১৮	[২.১] পাট আইন, ২০১৭ এবং দি জুট (লাইসেন্সিং এন্ড এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ১৯৬৪ প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন	[২.১.১] হাট বাজার পরিদর্শন	সমষ্টি	সংখ্যা	৬	২৫৩৫	১৮৭০	৭০০	৬৩০	৫৬০	৪৯০	৪২০	১৩০০	১০০	৬
			[২.১.২] ভিজা পাট ক্রয় ও বিক্রয় প্রতিরোধে পরিচালিত অভিযান	সমষ্টি	সংখ্যা	৪	৬৭৬	৭০২	১১০	১০০	৯০	৮০	৭০	২০০	১০০	৪
			[২.১.৩] উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের মাঠ পর্যায়ের অফিস পরিদর্শন	সমষ্টি	সংখ্যা	৩	১৬০	১৮৬	৮০	৭২	৬৪	৫৬	৪৮	১৫০	১০০	৩
			[২.১.৪] বেলিং সেন্টার পরিদর্শন	সমষ্টি	সংখ্যা	৩	৩৫৩	২৫৮	১৬০	১৪৪	১২৮	১১২	৯৬	১৯৫	১০০	৩
			[২.১.৫] খসড়া চারকোল নীতিমালা, ২০২১ প্রণয়ন;	গড়	%	১	-	১০০	১০০	৯০	৮০	৭০	৬০	১০০	১০০	১
			[২.১.৬] বিভাগীয় ভাবে নিষ্পত্তিকৃত অপরাধ	সমষ্টি	%	১	৯৯	৯৯	৬৫	৫৮	৫২	৪৫	৩৯	৯০	১০০	১
[৩] পাট ও পাটজাত পণ্যের ব্যবসায় সহযোগিতা প্রদান;	১২	[৩.১] পাট ও পাটজাত পণ্যের লাইসেন্স প্রদান	[৩.১.১] পাট ও পাটজাত পণ্যের লাইসেন্স ইস্যু ও নবায়ন	সমষ্টি	সংখ্যা	৪	১৩৬৮৫	১৩৮৭৬	১৩৫০০	১২১৫০	১০৮০০	৯৪৫০	৮১০০	১৫২২৭	১০০	৪
		[৩.২]পোষক কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিলকৃত আবেদন নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিষ্পত্তি	[৩.২.১] নিষ্পত্তিকৃত আবেদন	গড়	শতকরা	৩	৯৯	৯৯	৯৫	৮৬	৭৬	৬৭	৫৭	৯৯.৪৩	১০০	৩

কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র	কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্রের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	গণনা পদ্ধতি	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	প্রকৃত অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০২১-২২					বার্ষিক (জুলাই ২০২১-জুন২০২২) মূল্যায়ন প্রতিবেদন	অগ্রগতির হার (%)	ওয়েটেড স্কোর
							২০১৯-২০	২০২০-২১	অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে			
									১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
		[৩.৩] পাটকল পরিদর্শন	[৩.৩.১] পাটকল পরিদর্শন	সমষ্টি	সংখ্যা	২	১৫৮৯	১১৬৫	১০০০	৯০০	৮০০	৭০০	৬০০	১২১৮	১০০	২
		[৩.৪] পাটজাত পণ্যের নমুনা পরীক্ষা	[৩.৪.১] পাটজাত পণ্যের নমুনা পরীক্ষা	সমষ্টি	সংখ্যা	৩	২৩৮৮	১৭৮৭	১৫৫০	১৩৯৫	১২৪০	১০৮৫	৯৩০	১৫৯৬	১০০	৩
[৪] মানবসম্পদ উন্নয়ন;	১২	[৪.১] প্রশিক্ষণ প্রদান	[৪.১.১] প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত পাটচাষি	সমষ্টি	চাষী/ সংখ্যা	৭	৩১০১৪	২৮২২৬	২০০০০	১৮০০০	১৬০০০	১৪০০০	১২০০০	৪৭৭০৮	১০০	৭
			[৪.১.২] কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ	সমষ্টি	জন	৪	৩০০	৪৪৭	৩০০	২৭০	২৪০	২১০	১৮০	৮৩৫	১০০	৪
			[৪.১.৩] এপিএ বিষয়ে কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ	সমষ্টি	জন	১	২৫	১৮	১০০	৯০	৮০	৭০	৬০	১২০	১০০	১
[৫] পাটখাতে বিনিয়োগে সুযোগ সম্প্রসারণ।	৫	[৫.১] পাট খাতে বিনিয়োগ আকর্ষণের জন্য সভা/ সেমিনার আয়োজন	[৫.১.১] আয়োজিত সভা /সেমিনার/ স্টেকহোল্ডার সভা	সমষ্টি	সংখ্যা	৫	১৩	১০	১০	৯	৮	৭	৬	২২	১০০	৫
					মোটঃ	৭০										৭০

উত্তম চর্চা, সদাচার, উদ্ভাবন, সেবা সহজীকরণ, ৪র্থ শিল্প বিপ্লব

ক) উত্তম চর্চা :

- ❖ সেবা প্রত্যাশীদের জন্য পাট অধিদপ্তরের সেবাসমূহ সহজীকরণ ;
- ❖ পাট ও পাটপণ্য ব্যবসার লাইসেন্স প্রদানের জন্য আপডেট সিটিজেন চার্টার প্রণয়ন ও ওয়েব সাইটে প্রকাশ ;
- ❖ পাটের প্রাথমিক হাটবাজারে ভিজা পাট ক্রয় বিক্রয় রোধকল্পে জেলা প্রশাসনের সহায়তায় ভিজা পাটের কুফল সম্পর্কে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে পাট অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ে ব্যাপক প্রচারণা কার্যক্রম গ্রহণ ;
- ❖ পাটের অভ্যন্তরীন ব্যবহার বৃদ্ধির লক্ষ্যে ''পণ্যে পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামূলক ব্যবহার আইন-২০১০'' প্রয়োগ ও বাস্তবায়নে পোস্টার, লিফলেট বিতরণ এবং পত্রিকায় গণবিজ্ঞপ্তি প্রচার ;
- ❖ লাইসেন্স প্রত্যাশী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিকট দ্রুততম সময়ে লাইসেন্স প্রদানের জন্য সরকারি কোষাগারে ফি জমা প্রদানের চালানসমূহ অন-লাইনে ভেরিফিকেশন ;
- ❖ পাটকলে উৎপাদিত পাটপণ্যের গুণগত মান সঠিক রাখার লক্ষ্যে পাট অধিদপ্তরের ৩টি পাটপণ্য পরীক্ষাগারের মাধ্যমে বিনামূল্যে নমুনা পরীক্ষা করে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অবহিতকরণ;
- ❖ তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর আওতায় সেবা প্রত্যাশিদের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য ওয়েবসাইটে প্রকাশসহ অন্যান্য মাধ্যমে তথ্য সেবা নিশ্চিতকরণ ;

চিত্র : 'শেখ রাসেল দিবস' উপলক্ষ্যে পাট অধিদপ্তরে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল

খ) সদাচার :

- ❖ ইনহাউজ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রতি সদাচারের উপযোগিতা গুরুত্ব সহকারে তুলে ধরা ;
- ❖ পাট অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ে জ্ঞানভিত্তিক কর্মপরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে গ্রন্থাগার স্থাপন ;
- ❖ পাট অধিদপ্তরে 'মুক্তিযুদ্ধ ও বঙ্গবন্ধু কর্ণার' স্থাপন;
- ❖ অভ্যাগত সেবা প্রত্যাশীদের জন্য অতিথি কক্ষ স্থাপন;

গ) উদ্ভাবন (ইনোভেশন) :

- ❖ "পাট ক্যালেন্ডার-১৪২৯" তৈরী;
- ❖ প্রধান কার্যালয়ে 'মুক্তিযুদ্ধ ও বঙ্গবন্ধ' 'স্থাপন;
- ❖ দৃষ্টিনন্দন হেল্প ডেস্ক স্থাপন;
- ❖ অনলাইন লাইসেন্সিং কার্যক্রম সারাদেশে সম্প্রসারণের জন্য "সোনালী আঁশ"নামক মোবাইল অ্যাপ (http://114.130.119.77/) তৈরী;
- ❖ দেশের অভ্যন্তরে পাট ও পাটজাত পণ্যের ব্যবহার বৃদ্ধিতে সচেতনতা বাড়াতে এবং জনগনকে উদ্বুদ্ধ করতে স্থানীয় কেবল নেটওয়ার্ক ও বিভিন্ন টিভি চ্যাণেলে প্রচারের জন্য TVC (টেলিভিশন কমার্শিয়ালস) ও ওভিসি (অনলাইন ভিজ্যুয়াল কমার্শিয়ালস) বিজ্ঞাপন তৈরী ।
- ❖ প্রধান কাযালয়ের সম্মুখে ডিজিটাল বিলবোর্ড স্থাপন।

ঙ) সেবা সহজীকরণ:

- ❖ প্রধান কাযালয়ের লাইসেন্স মঞ্জুরীর ম্যানুয়াল পদ্ধতির ধাপ সংখ্যা ১৩ টি থেকে কমিয়ে ৭ টি তে আনয়ন;
- ❖ মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের ভ্রমন বিল অনুমোদন প্রক্রিয়ার ধাপ সংখ্যা কমানো;
- ❖ মাঠ পর্যায়ের ৪২ জন মুখ্য পরিদর্শক কে আয়ন-ব্যয়ন কর্মকর্তার ক্ষমতা অর্পন;

চ) চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের অগ্রগতিঃ

- ❖ পাট অধিদপ্তরের "সোনালী আঁশ"মোবাইল অ্যাপ এ AI (আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স) প্রযুক্তি ব্যবহারের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তি এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের জন্ম শতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষ্যে গৃহীত কার্যক্রম :

চিত্র : পাট অধিদপ্তরে স্থাপিত 'বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ কর্ণার' এর শুভ উদ্বোধন করেন বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মোঃ আব্দুর রউফ।

ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে পাট অধিদপ্তরের কার্যক্রম

- পাট অধিদপ্তরের নিজস্ব ইউটিউব চ্যাণেল তৈরী (https://www.youtube.com/channel/UCyq-D15sYa932Ams30U0X2g)
- অত্যাধুনিক ফেইস রিকগনিশন হাজিরা সিস্টেম চালুকরন;
- সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে পাটের ভূমিকা আলোচনা, প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে পাট অধিদপ্তরের দাপ্তরিক ফেসবুক পেজ (http://www.facebook.com/dgjutegov) বাংলায় পাট অধিদপ্তর,বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় নিয়মিত হালনাগাদ করা হচ্ছে ;
- অনলাইন লাইসেন্সিং কার্যক্রম সারাদেশে সম্প্রসারণের জন্য "সোনালী আঁশ"নামক মোবাইল অ্যাপ (http://114.130.119.77/) তৈরী;
- পাট অধিদপ্তরের যাবতীয় ডাটা ডিজিটাল ফরমেটে সংরক্ষণের জন্য "পরিসংখ্যান ব্যবস্থাপনা সিস্টেম"তৈরীর পদক্ষেপ গ্রহণ;
- পাট অধিদপ্তরের ষ্টেকহোল্ডারদের এসএমএস সার্ভিস এর মাধ্যমে তথ্য সেবা প্রদান প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে;

পাট অধিদপ্তরের সমস্যাবলী ও সমস্যা সমাধানে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ

০১। পাট অধিদপ্তরের সমস্যাবলী :

(ক) অফিস সরঞ্জামাদিঃ পাট অধিদপ্তরের দৈনন্দিন কার্য সম্পাদনের জন্য আধুনিক অফিস সরঞ্জামাদির স্বল্পতা।

(খ) যানবাহনঃ পাট অধিদপ্তরের অনুমোদিত টিওএন্ডইতে ২ টি মোটরকার, ১ টি জীপ এবং ১ টি মাইক্রোবাস অন্তর্ভুক্ত আছে। পাট অধিদপ্তরের অনুমোদিত জনবল ৪৯৪ থেকে ৬০৪ এ উন্নীত হওয়ায় ১ টি মাইক্রোবাসে কর্মকর্তাদের অফিস যাতায়াত সংকুলান হয না। বর্তমান সরকারের বিগত ০৫ (পাঁচ) বছর মেয়াদে ''পণ্যে পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামুলক ব্যবহার আইন, ২০১০'' এবং ''পণ্যে পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামুলক ব্যবহার বিধিমালা, ২০১৩'' জারী করা হয়েছে। উক্ত আইন ও বিধিমালা প্রয়োগ ও বাস্তবায়নের দায়িত্ব পাট অধিদপ্তরের উপর অর্পিত। এ দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনের জন্য প্রতিনিয়ত মাঠ পরিদর্শন করা একান্ত জরুরী হলেও যানবাহনের অভাবে অনেক ক্ষেত্রে তা সম্ভব হচ্ছে না।

(গ) নিজস্ব ভবনঃ পাট অধিদপ্তর অর্পিত দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে প্রতি বছর প্রায় ১০-১২ কোটি টাকা রাজস্ব আয় করলেও এ অধিদপ্তরের স্থায়ী কোন ভবন নেই। প্রধান কার্যালয়টি বিজেএমসি'র অধীনস্থ ৯৯, মতিঝিল বানিজ্যিক এলাকার করিম চেম্বার ভবনে ভাড়ায় অবস্থিত। বিজেএমসি কর্তৃক ভবনটি ভেংগে ফেলে বহুতল বিশিষ্ট ভবণ নির্মানের পরিকলনা গ্রহণ করা হয়েছে। এ অবস্থায় ঢাকায় পাট অধিদপ্তরের জন্য একটি নিজস্ব **পাট ভবনের** ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলে আধুনিক ও অফিস সরঞ্জামাদি স্থাপনের মাধ্যমে পাট অধিদপ্তরের উপর সরকার কর্তৃক অর্পিত দায়িত্বাবলী সুন্দর ও সুচারুভাবে সম্পাদন করা সম্ভব হবে।

০২। সমস্যা সমাধানে গৃহীত পদক্ষেপসমূহঃ

(ক) অফিস সরঞ্জামাদিঃ বর্তমান সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার অংগীকারের সাথে সামঞ্জস্য রেখে পাট অদিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত "উচ্চ ফলনশীল(উফশী) পাট ও পাটবীজ উৎপাদন এবং উন্নত পাট পচন" শীর্ষক প্রকল্পের কম্পিউটারসমুহের মধ্যে পাট অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের ১০টি সহকারি পরিচালক কার্যালয় এবং ৪২টি মুখ্য পরিদর্শক কার্যালয়ে বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। তাছাড়া অফিস সরঞ্জামাদির তালিকায় ৩১ টি কম্পিউটার টিওএনডিতে অন্তর্ভুক্ত করে তা ক্রয়পূর্বক প্রধান কার্যালয়সহ মাঠ পর্যায়ের সহকারী পরিচালকদের কার্যালয়ে বিতরণ করা হয়েছে। সরকারী সকল দপ্তর/সংস্থার প্রতিটি অফিসে কম্পিউটার ব্যবহারের নির্দেশনা থাকায় বর্তমানে অনুমোদিত ৩১ টি কম্পিউটারের স্থলে ১২৪ টি কম্পিউটার টিওএন্ডইতে অন্তর্ভূক্তির প্রস্তাব করা হয়েছে। এছাড়াও জরুরী যোগাযোগ স্থাপন, ই-নথি কার্যক্রম জোরদারকরণসহ অন্যান্য কাজে ব্যবহারের জন্য প্রধান কার্যালয়ে ইন্টারনেট (সরকারি ও বেসরকারি) সংযোগ স্থাপন করা হয়েছে।

(খ) যানবাহনঃ সময়মত কর্মকর্তাদের অফিসে যাতায়াতের মাধ্যমে অর্পিত দায়িত্ব সঠিকভাবে পালনের নিমিত্ত পাট অধিদপ্তরের অনুমোদিত টিওএন্ডইতে আরও ১ টি মাইক্রোবাসের প্রস্তাব করা হয়েছে। তাছাড়া বর্তমান সরকারের বিগত ০৫ (পাঁচ) বছর মেয়াদে জারীকৃত ''পণ্যে পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামুলক ব্যবহার আইন, ২০১০'' এবং ''পণ্যে পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামুলক ব্যবহার বিধিমালা, ২০১৩'' প্রয়োগ ও বাসতবায়নের দায়িত্ব পাট অধিদপ্তরের উপর অর্পিত থাকায় এ দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনের জন্য প্রতিনিয়ত মাঠ পরিদর্শন কাজে নতুন ১ টি জীপ গাড়ী টিওএন্ডইতে অন্তর্ভূক্তির প্রস্তাব করা হয়েছে।

(গ) নিজস্ব ভবনঃ পাট অধিদপ্তরের জন্য ঢাকায় নিজস্ব **পাট ভবন** নির্মানের নিমিত্ত জমি বরাদ্দের প্রয়োজন। জমি বরাদ্দ পাওয়া গেলে ভবন নির্মাণের পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

(ঘ) লাইসেন্স প্রথায় অনলাইন প্রবর্তন এবং তথ্যসেল আধুনিকীকরণঃ

(১) বর্তমান সরকার প্রতিশ্রুত ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার জন্য যে কার্যক্রম শুরু করেছে তার ভিত্তি হচ্ছে সকল ক্ষেত্রে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার। এ লক্ষ্য অর্জণে পাট অধিদপ্তরের অনুমোদিত জনবলের মধ্যে আইটি সম্পর্কিত কোন পদ না থাকায় ২০১০ সালে পাট অধিদপ্তরের জন্য একটি আইটিসেল গঠন করা হয়েছে।

(২) বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল এর সহযোগিতায় পাট অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ে উচ্চ গতি সম্পন্ন একটি ইন্টারনেট সার্ভার স্থাপন করা হয়েছে।

(৩) পাট অধিদপ্তরের একটি শক্তিশালী web-site নির্মাণসহ লাইসেন্স প্রথায় on-line সিষ্টেম প্রবর্তন করা হয়েছে।

(৪) পাট ও পাটজাত পণ্যের উৎপাদন ও বিপনন সংক্রান্ত পরিসংখ্যান সংগ্রহ ও সংকলনে অটোমেশন প্রবর্তন করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

(৫) "সোনালী আঁশ" মোবাইল এ্যাপের মাধ্যমে পাট অধিদপ্তর কর্তৃক পাট ব্যবসায়ীদের লাইসেন্স প্রদান।

চিত্র : ৬ মার্চ ২০২২ সারা দেশে 'জাতীয় পাট দিবস' উদযাপন

আগামী দিনের চ্যালেঞ্জ ও চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় গৃহীত পদক্ষেপসমূহ

ক) চ্যালেঞ্জঃ

(১) "পণ্যে পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামূলক ব্যবহার আইন, ২০১০" এবং "পণ্যে পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামূলক বিধিমালা, ২০১৩" প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন।

(২) চলমান রীট মামলাসমূহ মোকাবেলা।

(৩) জনবল সংকটের কারণে অর্পিত দায়িত্বাবলী পালনে প্রতিবন্ধকতা।

খ) চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় গৃহীত পদক্ষেপসমূহঃ

(১) **"পণ্যে পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামূলক ব্যবহার আইন, ২০১০"** এর অধীন প্রণীত বিধিমালার তফসিলে **ধান, চাল, গম, ভুট্টা, সার,চিনি, মরিচ, হলুদ, পেঁয়াজ, আদা, রসুন, ডাল, ধনিয়া, আলু, আটা, ময়দা, তুষ-খুদ-কুড়া, পোল্ট্রিফিড ও ফিসফিড** মোড়কীকরণের জন্য পাটজাত মোড়কের ব্যবহার শতভাগ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মাঠ প্রশাসনের সহায়তায় নিয়মিত ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালিক হচ্ছে।

(২) **"পণ্যে পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামূলক ব্যবহার আইন, ২০১০"** এর বিধান চ্যালেঞ্জ করে দায়ের করা ৩৪টি রীট মামলার চলমান রয়েছে। ইতোমধ্যে ০৫টি রিট মামলা সরকারের পক্ষে নিস্পত্তি হওয়ায় এ সংক্রান্ত ২৯টি মামলা এনালগাস হেয়ারিং করার জন্য অ্যাটর্নি জেনারেল কার্যালয়ের ডিএজি, জনাব প্রতিকার চাকমার মাধ্যমে বিচারপতি জনাব হাসান আরিফ মহোদয়ের কোর্টে ম্যানশন করা হয়েছে। মামলাসমূহ সরকারের অনুকুলে নিস্পত্তির জন্য পাট অধিদপ্তর নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। আশা করা যায় ঐ সব মামলাসমূহ সরকারের অনুকুলে নিস্পত্তি হবে।

(৩) প্রতি জেলায় পাট অধিদপ্তরের অফিস সংস্থানসহ জনবল বৃদ্ধিকরণ।

তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে পাট অধিদপ্তরের কার্যক্রম

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রকাশ ও প্রচার) প্রবিধানমালা, ২০১০ এর আলোকে পাট অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশযোগ্য তথ্যের তালিকা প্রস্তুত করে সংশ্লিষ্ট শাখায় সংরক্ষণ এবং স্বপ্রণোদিত তথ্যের তালিকা ওয়েব সাইটে প্রকাশ করা হয়েছে। এছাড়াও পাট অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত পোষ্টার, লিফলেট, ব্রশিউর, পাট ক্যালেন্ডার ইত্যাদিতে তথ্য অধিকার আইনের আওতায় পাট অধিদপ্তর কর্তৃক তথ্য প্রদানে সহযোগিতা করার বিষয়টি ব্যাপক প্রচার করা হয়েছে।

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা-৫ অনুসারে পাট অধিদপ্তরের যাবতীয় তথ্যের ক্যাটাগরি ও ক্যাটালগ :

ক) তথ্যের ক্যাটাগরি :

১. স্বপ্রণোদিত তথ্যের তালিকা ;
২. চাহিদার ভিত্তিতে প্রদানযোগ্য তথ্যের তালিকা ;
৩. প্রদান বাধ্যতামূলক নয় এমন তথ্যের তালিকা।

খ) তথ্যের ক্যাটালগ :

১. স্ব-প্রণোদিত তথ্যের তালিকা :

(তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রকাশ ও প্রচার) প্রবিধানমালা, ২০১০ এর আলোকে পাট অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশযোগ্য তথ্য)

ক্রমিক নং	তথ্যের তালিকা	তথ্য প্রদানের মাধ্যম
১।	সাংগঠনিক কাঠামো ও কার্যক্রমের বিবরণ, কার্যপ্রণালী এবং দায়িত্বসমূহ	১. তথ্য প্রদান ইউনিট ২. মূদ্রিত অনুলিপি ৩. নোটিশ বোর্ড ৪. ওয়েব সাইট
২।	কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ক্ষমতা ও দায়িত্ব	
৩।	কর্মকর্তা/কর্মচারীদের নাম, পদবি ও ফোন নম্বর	
৪।	বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক আদেশ, বিজ্ঞপ্তি ও প্রজ্ঞাপন	
৫।	বিদেশ ভ্রমণ সংক্রান্ত জিও	
৬।	পাট অধিদপ্তর ও এর অধীনস্থ অফিসসমূহের বাজেট, প্রস্তাবিত খরচ ও প্রকৃত ব্যয়ের বিবরণ	
৭।	অর্জিত ও শ্রান্তি বিনোদন ছুটিসহ অন্যান্য ছুটি	
৮।	বিভিন্ন বিষয়ের ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তার নাম, পদবি ও ফোন নম্বর	
৯।	সেবার বিষয় ও সেবা প্রদান পদ্ধতি সম্পর্কিত সিটিজেনস চার্টার	
১০।	বিভিন্ন প্রতিবেদন/প্রকাশনা	
১১।	ইনোভেশন সংক্রান্ত বিষয়াদি	
১২।	শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত বিষয়াদি	
১৩।	তথ্য অধিকার সংক্রান্ত তথ্যাবলী	
১৪।	পাট আইন ২০১৭, পাটনীতি ২০১৮, পণ্যে পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামূলক ব্যবহার আইন ২০১০ এবং পণ্যে পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামূলক ব্যবহার বিধিমালা ২০১৩, লাইসেন্স এন্ড এনফোর্সমেন্ট অধ্যাদেশ ১৯৬৪ এর আওতায় গৃহীত কার্যক্রম	
১৫।	বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) এর আওতায় গৃহীত কার্যক্রম	
১৬।	বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা	
১৭।	টেন্ডার/কোটেশন বিজ্ঞপ্তি	
১৮।	পাট ও পাটজাত পণ্যের উৎপাদন, ব্যবহার, রপ্তানি, রপ্তানি আয় ও মজুদ সংক্রান্ত তথ্যাদি	
১৯।	পাট ও পাটজাত পণ্যের ব্যবসায়ের লাইসেন্স ইস্যু ও নবায়ন সংক্রান্ত বিষয়াদি	

ক্রমিক নং	তথ্যের তালিকা	তথ্য প্রদানের মাধ্যম
২০।	পণ্যে পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামূলক ব্যবহার আইন, ২০১০ এর আওতায় ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা সংক্রান্ত তথ্যাদি	১. তথ্য প্রদান ইউনিট ২. মূদ্রিত অনুলিপি ৩. নোটিশ বোর্ড ৪. ওয়েব সাইট
২১।	পাটজাত পণ্যের মান পরিদর্শন সংক্রান্ত তথ্যাদি	
২২।	পাটজাত পণ্যের মান পরীক্ষণ সংক্রান্ত তথ্যাদি	
২৩।	তথ্য প্রদান ইউনিটের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম, পদবি এবং অন্যান্য তথ্যাদি	
২৪।	আপিল কর্তৃপক্ষের নাম, পদবি এবং ঠিকানার বিস্তারিত বিবরণ	
২৫।	তথ্য কমিশন এবং কমিশনারদের নাম, পদবি ও ঠিকানার বিস্তারিত বিবরণ	
২৬।	পাট অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহিত সকল আবেদন পত্রের একটি অনুলিপি	
২৭।	সরকার/পাট অধিদপ্তর কর্তৃক সম্পাদিত চুক্তি(চুক্তি সম্পাদন/কার্যাদেশ সম্পাদনের পর)	
২৮।	তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর আওতায় নাগরিকগণের তথ্য প্রাপ্তির আবেদন ও নিষ্পত্তি সংক্রান্ত হালনাগাদ তথ্যাদি	
২৯।	প্রশিক্ষণ, প্রচার ও উদ্বুদ্ধকরণ সংক্রান্ত তথ্যাদি।	

২. চাহিদার ভিত্তিতে প্রদানযোগ্য তথ্যের তালিকা :

ক্রমিক নং	তথ্যের তালিকা	তথ্য প্রদানের মাধ্যম
১।	স্ব-প্রণোদিত প্রকাশিত সকল তথ্যাদি	১. তথ্য প্রদান ইউনিট ২. মূদ্রিত অনুলিপি ৩. ইমেইল
২।	ক্রয় কার্যক্রম সংক্রান্ত তথ্যাদি(সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর)	
৩।	ব্যক্তি বিশেষের দেশে বিদেশে ভ্রমণ সংক্রান্ত তথ্যাদি	
৪।	পাট ও পাটবীজ উৎপাদন, প্রশিক্ষণ ও কৃষি উপকরণ বিতরণ সংক্রান্ত তথ্যাদি	

৩. প্রদান বাধ্যতামূলক নয় এমন তথ্যের তালিকা :

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা-৭ অনুসারে কর্তৃপক্ষ কোন নাগরিককে নিম্নলিখিত তথ্যসমূহ প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবে না, যথাঃ -

(ক) কোন তথ্য প্রকাশের ফলে বাংলাদেশের নিরাপত্তা, অখন্ডতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতি হুমকি হইতে পারে এইরূপ তথ্য;

(খ) পররাষ্ট্রনীতির কোন বিষয় যাহার দ্বারা বিদেশী রাষ্ট্রের অথবা আন্তর্জাতিক কোন সংস্থা বা আঞ্চলিক কোন জোট বা সংগঠনের সহিত বিদ্যমান সম্পর্ক ক্ষুণ্ন হইতে পারে এইরূপ তথ্য;

(গ) কোন বিদেশী সরকারের নিকট হইতে প্রাপ্ত কোন গোপনীয় তথ্য;

(ঘ) কোন তথ্য প্রকাশের ফলে কোন তৃতীয় পক্ষের বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদের অধিকার ক্ষতিগ্রস্ত হইতে পারে এইরূপ বাণিজ্যিক বা ব্যবসায়িক অন্তর্নিহিত গোপনীয়তা বিষয়ক, কপিরাইট বা বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ (Intellectual Property Right) সম্পর্কিত তথ্য;

(ঙ) কোন তথ্য প্রকাশের ফলে কোন বিশেষ ব্যক্তি বা সংস্থাকে লাভবান বা ক্ষতিগ্রস্ত করিতে পারে এইরূপ নিম্নোক্ত তথ্য, যথাঃ-

(অ) আয়কর, শুল্ক, ভ্যাট ও আবগারী আইন, বাজেট বা করহার পরিবর্তন সংক্রান্ত কোন আগাম তথ্য;

(আ) মুদ্রার বিনিময় ও সুদের হার পরিবর্তনজনিত কোন আগাম তথ্য;

(ই) ব্যাংকসহ আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের পরিচালনা ও তদারকি সংক্রান্ত কোন আগাম তথ্য;

(চ) কোন তথ্য প্রকাশের ফলে প্রচলিত আইনের প্রয়োগ বাধাগ্রস্ত হইতে পারে বা অপরাধ বৃদ্ধি পাইতে পারে এইরূপ তথ্য;

(ছ) কোন তথ্য প্রকাশের ফলে জনগণের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হইতে পারে বা বিচারাধীন মামলার সুষ্ঠু বিচার কার্য ব্যাহত হইতে পারে এইরূপ তথ্য;

(জ) কোন তথ্য প্রকাশের ফলে কোন ব্যক্তির ব্যক্তিগত জীবনের গোপনীয়তা ক্ষুণ্ন হইতে পারে এইরূপ তথ্য;

(ঝ) কোন তথ্য প্রকাশের ফলে কোন ব্যক্তির জীবন বা শারীরিক নিরাপত্তা বিপদাপন্ন হইতে পারে এইরূপ তথ্য;

(ঞ) আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সহায়তার জন্য কোন ব্যক্তি কর্তৃক গোপনে প্রদত্ত কোন তথ্য;

(ট) আদালতে বিচারাধীন কোন বিষয় এবং যাহা প্রকাশে আদালত বা ট্রাইব্যুনালের নিষেধাজ্ঞা রহিয়াছে অথবা যাহার প্রকাশ আদালত অবমাননার শামিল এইরূপ তথ্য;

(ঠ) তদন্তাধীন কোন বিষয় যাহার প্রকাশ তদন্ত কাজে বিঘ্ন ঘটাইতে পারে এইরূপ তথ্য;
(ড) কোন অপরাধের তদন্ত প্রক্রিয়া এবং অপরাধীর গ্রেফতার ও শাস্তিকে প্রভাবিত করিতে পারে এইরূপ তথ্য;
(ঢ) আইন অনুসারে কেবল একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য প্রকাশের বাধ্যবাধকতা রহিয়াছে এইরূপ তথ্য;
(ণ) কৌশলগত ও বাণিজ্যিক কারণে গোপন রাখা বাঞ্ছনীয় এইরূপ কারিগরী বা বৈজ্ঞানিক গবেষণালব্ধ কোন তথ্য;
(ত) কোন ক্রয় কার্যক্রম সম্পূর্ণ হইবার পূর্বে বা উক্ত বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে সংশ্লিষ্ট ক্রয় বা উহার কার্যক্রম সংক্রান্ত কোন তথ্য ;
(থ) জাতীয় সংসদের বিশেষ অধিকার হানির কারণ হইতে পারে এইরূপ তথ্য;
(দ) কোন ব্যক্তির আইন দ্বারা সংরক্ষিত গোপনীয় তথ্য;
(ধ) পরীক্ষার প্রশ্নপত্র বা পরীক্ষায় প্রদত্ত নম্বর সম্পর্কিত আগাম তথ্য;
(ন) মন্ত্রিপরিষদ বা, ক্ষেত্রমত, উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে উপস্থাপনীয় সার-সংক্ষেপসহ আনুষঙ্গিক দলিলাদি এবং উক্তরূপ বৈঠকের আলোচনা ও সিদ্ধান্ত সংক্রান্ত কোন তথ্য।

তবে শর্ত থাকে যে, মন্ত্রিপরিষদ বা, ক্ষেত্রমত, উপদেষ্টা পরিষদ কর্তৃক কোন সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবার পর অনুরূপ সিদ্ধান্তের কারণ এবং যে সকল বিষয়ের উপর ভিত্তি করিয়া সিদ্ধান্তটি গৃহীত হইয়াছে উহা প্রকাশ করা যাইবে।

দেশের বিভিন্ন স্থানে “পণ্যে পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামূলক ব্যবহার আইন-২০১০” বাস্তবায়নে ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনার চিত্র :

পাট অধিদপ্তর কর্তৃক উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন

আধুনিক কলাকৌশল এর মাধ্যমে উন্নতমানের পাট উৎপাদন, একর প্রতি ফলন বৃদ্ধি ও উৎপাদন ব্যয় হ্রাস করে উন্নতমানের পাট উৎপাদনে পাট চাষে আগ্রহী গড়ে তোলার লক্ষ্যে পাট অধিদপ্তর কর্তৃক **"উন্নত প্রযুক্তি নির্ভর পাট ও পাটবীজ উৎপাদন এবং সম্প্রসারণ"** শীর্ষক প্রকল্পটি এডিপি'র অধীনে জুলাই, ২০১৮ হতে মার্চ, ২০২৩ পর্যন্ত । প্রকল্পের মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ৩৭৬৪৬.৭৪ লক্ষ টাকা। উক্ত প্রকল্পটি দেশের ৪৫টি জেলার ২২৭টি উপজেলায় বাস্তবায়নাধীন। প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে প্রতিবছর ৪৫টি জেলার ২২৭টি উপজেলার ৬ লক্ষ ২৫ হাজার জন কৃষক পাট ও পাটবীজ উৎপাদনের নিমিত্ত বিনামূল্যে বীজ (ভিত্তি পাটবীজ ও প্রত্যায়িত পাটবীজ), সার (ইউরিয়া, টিএসপি ও এমওপি), কীটনাশক ও কৃষিযন্ত্রপাতি বিতরণ করা হয়। এছাড়াও প্রকল্প বাস্তবায়ন পর্যায়ে নির্বাচিত ৩ লক্ষ ৪৫ হাজার জন (পুরুষ ও মহিলা) পাট চাষীকে উফশী পাট ও পাটবীজ চাষাবাদের কলাকৌশল, উন্নত প্রযুক্তিতে পাট পচন, পাটের শ্রেণী বিন্যাস ইত্যাদির বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। ইতোমধ্যে ১৪৯৬৯৬ জন পাটচাষীর প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে।

ক) এক নজরে **"উন্নত প্রযুক্তি নির্ভর পাট ও পাটবীজ উৎপাদন এবং সম্প্রসারণ"** শীর্ষক প্রকল্পের কার্যক্রম:

প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	পাট অধিদপ্তর
বাস্তবায়নকাল	:	জুলাই,২০১৮ হতে মার্চ, ২০২৩ পর্যন্ত (জুন ২০২৫ পর্যন্ত মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব রয়েছে)
প্রাক্কলিত ব্যয়	:	মোট – ৩৭৬৪৬.৭৪ লক্ষ টাকা (জিওবি)
একনেকে অনুমোদন	:	২৯/০৫/২০১৮খ্রি:
মোট জনবল	:	৫৪৩ জন
প্রকল্প এলাকা	:	পাট উৎপাদন – ৪৫টি জেলার ২২৭টি উপজেলা পাটবীজ উৎপাদন – ৩৬টি জেলার ১৫০টি উপজেলা
প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যমাত্রা	:	➢ জাতীয় চাহিদা পূরণের জন্য পাট ও পাটবীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণ বিষয়ক উন্নত প্রযুক্তির সম্প্রসারণ করা ; ➢ প্রকল্প মেয়াদে ৭৫,০০০ জন কৃষকের ১৫১৮০ হেক্টর জমিতে ৭৫০০ মে: টন উচ্চফলনশীল পাটবীজ উৎপাদন এবং নিম্নমানের পাটবীজের স্থলে উফশী পাটবীজ প্রতিস্থাপন করা ; ➢ প্রকল্প মেয়াদে ৬,৯০,০০০ জন কৃষকের ৪৬০৯৩০হেক্টর জমিতে ৭০.৮৬০ – ৮২.৬৬৫ লক্ষ বেল মানসম্মত তোষা পাট উৎপাদন করা ; ➢ পরিমানগত ও গুনগতমান উন্নয়নের মাধ্যমে সার্বিকভাবে পাটের উৎপাদন বৃদ্ধি করা ; ➢ উন্নত পদ্ধতি ও কলাকৌশল অবলম্বন করে পাটবীজ উৎপাদনে ৭৫০০০ জন এবং মানসম্মত পাট উৎপাদনে ৩৪৫০০০ জন কৃষককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা ;

খ) পাট অধিদপ্তর কর্তৃক ইতোপূর্বে বাস্তবায়িত প্রকল্প সমুহ:

- "উচ্চ ফলনশীল (উফশী) পাট ও পাটবীজ উৎপাদন এবং উন্নত পাট পচন" শীর্ষক প্রকল্প
- "সমন্বিত উফশী পাট ও পাটবীজ উৎপাদন(২য় পর্যায়)" শীর্ষক প্রকল্প

চিত্র : পাটবীজ উৎপাদন প্লট পরিদর্শন করছেন বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের মাননীয় সচিব জনাব মোঃ আব্দুর রউফ। [০৮/১২/২০২১]

গ) প্রকল্পের আওতায় ২০২১-২২ অর্থবছরে লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন :

ক্রমিক নং	বিবরণ	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন
১	পাট উৎপাদন (লক্ষ বেল)	১৪.১৭২	১১.৮১
২	পাটবীজ উৎপাদন (মেঃ টন)	১৫০০	৬৪২.১৪
৩	ভিত্তি বীজ বিতরণ (মেঃ টন)	১৫.০০	৭.০৬
৪	প্রত্যায়িত বীজ বিতরণ(মেঃ টন)	৬৯০	৫৮০
৫	প্রশিক্ষণার্থী চাষীর সংখ্যা	৪৯০৫০	৪৮৬০৮

চিত্র : বিভিন্ন জেলায় "উন্নত প্রযুক্তি নির্ভর পাট ও পাটবীজ উৎপাদন এবং সম্প্রসারণ" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় পাটচাষী প্রশিক্ষণ

চিত্র : বিভিন্ন জেলায় "উন্নত প্রযুক্তি নির্ভর পাট ও পাটবীজ উৎপাদন এবং সম্প্রসারণ" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় চাষী সমাবেশ

ঙ) প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যমাত্রা :

- ❖ জাতীয় চাহিদাপূরণের জন্য পাট ও পাটবীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণ বিষয়ক উন্নত প্রযুক্তির সম্প্রসারণ এবং পাট ও পাটবীজ উৎপাদন বৃদ্ধিকরণ এবং কৃষকদের আয় বৃদ্ধি ও দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য কৃষক কর্তৃক উৎপাদিত বীজের বিক্রয় ও বিতরণ নিশ্চিতকরণ;
- ❖ প্রকল্প মেয়াদে ৭৫,০০০ জন কৃষক (পুরুষ ও মহিলা) এর অংশগ্রহণের মাধ্যমে প্রায় ১৫১৮০ হেক্টর জমিতে ৭৫০০ মেঃ টন উচ্চফলনশীল পাটবীজ উৎপাদন এবং নিম্নমানের পাটবীজের স্থলে উচ্চফলনশীল পাটবীজ প্রতিস্থাপন করা;
- ❖ প্রকল্প মেয়াদে ৬,৯০,০০০ জন কৃষক (পুরুষ ও মহিলা) এর অংশগ্রহণের মাধ্যমে ৪৬০৯৩০ হেক্টর জমিতে ৭০.৮৬০ – ৮২.৬৬৫ লক্ষ বেল উচ্চফলনশীল তোষা পাট উৎপাদন করা;
- ❖ পরিমাণগত ও গুণগতমান উন্নয়নের মাধ্যমে সার্বিকভাবে পাটের উৎপাদন বৃদ্ধি করা;
- ❖ পাট পচনের ক্ষেত্রে কচুরিপানা, খড়, কনক্রিট স্লাব, বাঁশের খুঁটি ইত্যাদি ব্যবহারে পাট উৎপাদনকারী কৃষকদেরকে উদ্বুদ্ধকরণ এবং কলাগাছ, মাটি ইত্যাদি ব্যবহারে নিরুৎসাহিতকরণ;
- ❖ প্রকল্পের মেয়াদকালে উন্নত পদ্ধতি ও কলাকৌশল অবলম্বন করে উচ্চফলনশীল পাটবীজ উৎপাদনের জন্য মোট ৭৫,০০০ জন কৃষককে এবং গুণগতমানসম্পন্ন পাটআঁশ উৎপাদন ও পচনের জন্য ৩,৪৫,০০০ জন কৃষককে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করা;
- ❖ বীজ উৎপাদনকারী কৃষকদের নিকট থেকে পর্যায়ক্রমে মোট ১০০০ মেঃটন প্রত্যয়িত বীজ অথবা টিএলএস বীজ ক্রয় করা এবং পাট আঁশ উৎপাদনকারী কৃষকদের মাঝে তা বিতরণ করা;

প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে একদিকে কৃষকগণ উপকৃত হবেন, অন্যদিকে উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি বা সম্প্রসারণ ঘটবে। ভালমানের পাটবীজ ও পাটের আঁশ উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে এবং তা অব্যাহত থাকবে আশা করা যায়। প্রকল্পভুক্ত কৃষকদের উৎপাদিত বীজ প্রকল্পের মাধ্যমে ক্রয়, প্রক্রিয়াজাতকরণ, প্যাকেটিং এবং পাটবীজ কৃষকদের মধ্যে বিতরণের ব্যবস্থা থাকায় কৃষকরা তাদের উৎপাদিত বীজের ন্যায্য মূল্য পাবেন। প্রকল্পের মূল লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও ফলাফল সম্পর্কিত বিষয়াদি সরকারের ৮ম পঞ্চম বার্ষিক পরিকল্পনা, দারিদ্র্য বিমোচন, স্বাস্থ্যগত উন্নয়ন, গ্রামীন মহিলাদের অংশগ্রহণ, কৃষকদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন, পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় ভূমিকা গ্রহণ ইত্যাদির নিশ্চয়তা বিধান করবে। যা দেশে বিদ্যমান স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা/নীতি/ কৌশলের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। বর্তমান সরকারের প্রণীত "পণ্যে পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামূলক ব্যবহার আইন, ২০১০", "পণ্যে পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামূলক ব্যবহার বিধিমালা, ২০১৩" এবং "পাট আইন, ২০১৭" এর প্রয়োগ ও বাস্তবায়নে প্রকল্পটি ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে। প্রকল্পটি সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হলে আমদানীনির্ভর পাটবীজের চাহিদা অনেকাংশেই কমে যাবে। পাটজাত দ্রব্য উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

বর্তমান সরকারের গৌরবোজ্জল ভুমিকার পথ পরিক্রমায় জাতীয় অর্থনীতিতে পাট উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে। পাট ও পাটজাত পণ্য রপ্তানীতে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জণ করে জাতি আজ গর্বিত। পাট চাষীদের প্রত্যাশা পূরণের যে শুভযাত্রা শুরু হয়েছে তা জাতীয় অর্থণীতিকে শক্ত ভিত্তির উপর দাঁড় করানোর নির্মল বহি:প্রকাশ। এক্ষেত্রে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সময়োচিত পদক্ষেপ এবং সানুগ্রহ নির্দেশনা জাতিকে করেছে উদ্বেলিত এবং স্পন্দিত। পাটের সোনালী ভবিষ্যৎ বিনির্মাণে সুষ্ঠু পরিকল্পনার ভিত্তিতে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছে। উৎকৃষ্ট জমি ও অনুকূল আবহাওয়ার কারণে বাংলাদেশ ঐতিহ্যগতভাবে বিশ্বের সেরা মানের পাট উৎপাদন করে আসছে। জাতীয় অর্থনীতিতে পাট খাতের অবদান হ্রাস পেলেও এখনও দেশের মোট বৈদেশিক মুদ্রা অর্জণের ক্ষেত্রে পাট খাতের অবদান গুরুত্বপূর্ণ।

চ) ২০২১-২২ অর্থবছরে প্রকল্পের উল্লেখযোগ্য বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ

- **পাট চাষী প্রশিক্ষণ:** মুজিব বর্ষ উপলক্ষ্যে ৪৮৬০৮ জন পাটচাষীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- **জনবল নিয়োগ:** সরাসরি এবং আউটসোর্সিং পদ্ধতিতে ৫১০ জন জনবল ইতোমধ্যে নিয়োগ সম্পন্ন হয়েছে।
- **অফিস ভাড়া:** প্রধান কার্যালয় এবং মাঠ পর্যায়ে ২২৭টি অফিসের সংস্থান করা হয়েছে।
- **আসবাপত্র ক্রয়:** প্রধান কার্যালয়ের জন্য আসবাপত্র, কম্পিউটার ও ফটোকপি মেশিন ক্রয় করা হয়েছে। এছাড়া মাঠ পর্যায়ের অফিসে প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম সরবরাহ করা হয়েছে।
- **প্রকল্পভুক্ত কৃষকদের মাঝে পর্যন্ত প্রত্যয়িত ও ভিত্তি পাটবীজ বিতরণ:**
  পাট উৎপাদনের জন্য **১৫৭৩.৬৫** মে.টন প্রত্যায়িত পাটবীজ এবং বীজ উৎপাদনের জন্য **৩১.৬০** মে.টন ভিত্তি পাটবীজ বিতরণ করা হয়েছে।

চিত্র: পাট অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের নেতৃত্বে প্রধান কার্যালয়ের কর্মকর্তাগণ কর্তৃক নরসিংদীর জনতা জুটমিল পরিদর্শন [১৮/০৬/২০২২]

ছবিতে পাটের জীবন-চক্র

পাটের বীজ উৎপাদন ও বীজ সংগ্রহ

পাটের বীজ রোদে শুকানো

পাটের বীজ বপন ও পরিচর্যা

পট কর্তন

রিবন রেটিং পদ্ধতিতে কাঁচা পাটের আঁশ ছাড়ানো

ছাড়ানো কাঁচা আঁশ ও পাট পানিতে জাগ দেয়া

জাগ দেয়া আঁশ ছাড়ানো ও রোদে শুকানো

পাটেরআঁশ ও পাটখড়ি সংগ্রহ

হস্তশিল্প এবং মিল কারখানায় পাটজাত পণ্য উৎপাদন

পাট ও পাটখড়ি হতে উৎপাদিত পাটের বস্তা ও চারকোল